তাওহীদের ডাক

৭২তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪
Web : www.tawheederdak.com

সিরিয়ার আকাশে আলোর বার্তা

- অলসতার মন্দ প্রভাব : উত্তরণের উপায়
- সত্য বর্জনে যত অযুহাত
- মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলী বর্বরতা
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু পরামর্শ
- সমকালীন মনীষী : আব্দুল হামীদ বিন বাদীস (আলজেরিয়া)

বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৫

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ইউরোপে ইসলামের আগমন ও বিকাশ ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়। আধুনিক স্পেন, পর্তুগাল, সাইপ্রাস, বলকান অঞ্চলসহ ইউরোপের একটা বড় অংশ মুসলমানরা শত শত বছর ধরে শাসন করেছিল এবং বিশ্ব সভ্যতার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছিল। কালের আবর্তে এসব দেশ একসময় খৃষ্টানদের করতলগত হয়েছে। হারিয়ে গেছে ইউরোপে ইসলামের বর্ণাঢ্য পদচারণা। মুসলমানদের সেই হারানো ইতিহাসকে তরুণ প্রজন্মের সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সাজানো হয়েছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৫**।

প্রাপ্তিস্থান :

(১) কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নওদাপাড়া (আম চত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩।
(২) বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর সকল যেলা কার্যালয়।
(৩) বই বিক্রয় বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৭২ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
- **সিরিয়ার আকাশে আশার আলো** ২
  -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
- দ্বীনের বিধি-বিধান সহজ ৩

তাবলীগ
- **অলসতা ও গাফলতি থেকে বাঁচার উপায়** ৫
  -আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **ইসলামে নারীর অবস্থান**
  -কামাল হোসাইন

তারবিয়াত
- **যে কান্নায় আগুন নেভে [৩য় কিস্তি]** ৮
  -আব্দুল্লাহ

সাময়িক প্রসঙ্গ
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা** ১৫
  -আহসান শেখ

বিশেষ নিবন্ধ
- **মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলী বর্বরতা** ১৭
  -ওমর ফারুক

ধর্ম ও সমাজ
- **যালেমদের মর্মান্তিক পরিণতি [শেষ কিস্তি]** ১৯
  -ড. ইহসান ইলাহী যহীর

চিন্তাধারা
- **সত্য বর্জনে যত অযুহাত** ২৩
  -নাজমুন নাঈম

নীতি-নৈতিকতা
- **'জি স্যার' সংস্কৃতির অবসান চাই** ২৭
  -আব্দুল্লাহ আল মুছাদ্দিক

পরশ পাথর
- বক্সার মাইকেল টাইসন ২৯

সমকালীন মনীষী
- **আব্দুল হামীদ ইবনু বাদীস (আলজেরিয়া)** ৩০
  -তাওহীদের ডাক ডেস্ক

গল্প : কৃতজ্ঞ অন্তর, অবিশ্বাস্য আত্মহত্যা ৩১

জীবনের বাঁকে বাঁকে
- অপমান ছাড়াই সংশোধন ৩২

জানার আছে অনেক কিছু
- 'যুবসংঘ'-এর বার্ষিক ক্যালেণ্ডার ২০২৫ পরিচিতি ৩৩

সংগঠন সংবাদ ৩৫

সাধারণ জ্ঞান ৩৯

কুইজ, বর্ণের খেলা ৩৯

সম্পাদকীয়

সিরিয়ার আকাশে আলোর বার্তা

৮ই ডিসেম্বর'২৪। সিরিয়ার মানুষ অবশেষে পেল বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির স্বাদ। আরব বসন্তের সূত্র ধরে টানা ১৩ বছরের বেশী সময় ধরে চলমান গৃহযুদ্ধের পর মাত্র ১১ দিনের প্রতিরোধ যুদ্ধে মোড় ঘুরে গেল মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশ সিরিয়ার। এর মধ্যে বাশার আল-আসাদের নির্মম শাসন আর যুলুম-নির্যাতনে নিহত হয়েছে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী মানুষ তাদের নিজ বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। পার্শ্ববর্তী লেবানন, তুরস্ক, জর্ডানসহ সারা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ সিরিয়ান শরণার্থী। দেশটির অভ্যন্তরীণ কারাগারগুলো ছিল বিদ্রোহী বন্দীশিবির এবং নির্যাতনকেন্দ্র। আরব বসন্ত পরবর্তী সময়ে দেশটির অস্থিতিশীল অবস্থার সুযোগ নিয়ে একদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ ইরান ও রাশিয়া, অপরদিকে ইসরাঈল ও পশ্চিমা দেশগুলো এবং তাদের অংশীজনরা জড়িয়ে পড়ে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বে। উভয় পক্ষ চলমান সংকটে ফায়দা তুলতে অস্ত্র সরবরাহ করে বিভিন্ন পক্ষের কাছে। লেগে যায় সিরিয়ার ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘমেয়াদী গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধে যথারীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইসলামপন্থীদেরকে। অবশেষে রাশিয়া ও ইরানের সমর্থনপুষ্ট বাশার আল-আসাদ সরকারের পতন ঘটে। জিতে যায় পশ্চিমা ও ইসরাঈলী মদদপুষ্ট মিলিশিয়ারা।

বাশার আল-আসাদের এই পতনের মাধ্যমে সিরিয়া থেকে অর্ধশত বছর পর পতন ঘটল সেক্যুলার বাথ পার্টির। অবসান হল শী'আ মতাবলম্বী শাসনেরও, যারা সংখ্যালঘু হয়েও ইরানের সহায়তায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে বহু বছর ধরে। বাশারের পতনে তাই সিরিয়ার আকাশে বহু বছর পর এসেছে আলোর বার্তা, মুক্তির নতুন নিশান।

তবে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ কতদিন সিরিয়ার আকাশকে কালিমামুক্ত রাখবে তা ভাববার বিষয়। কেননা বাশারের পতনের সাথে সাথেই নিরাপত্তার নামে ইসরাঈলীরা সিরিয়ার অস্ত্রভাণ্ডারসমূহের উপর নির্বিবাদে হামলা চালানো শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক সকল নীতিমালা লংঘন করে ধ্বংস করে দিচ্ছে সিরিয়ার যাবতীয় সামরিক ব্যবস্থাপনা। মাত্র দুই দিনে সিরিয়ার নৌশক্তিসহ ৮০ ভাগ সামরিক সম্পদ তারা ধ্বংস করে ফেলেছে। রাতারাতি সিরিয়া ও গোলান মালভূমির মধ্যবর্তী বাফার জোন দখল করে সেটাকে জোরপূর্বক ইসরাঈলের চিরদিনের অংশ হিসাবে দাবী করেছে। মুসলমানদের এই মহাশত্রুকে পাশে রেখে সিরিয়া কতদিন শান্তিতে থাকবে, তা ভীষণ অনিশ্চিত। অচিরেই গাযা, পশ্চিম তীরের মত সিরিয়ার প্রতিও যে ইসরাঈল হাত বাড়াতে চাইছে বলে অনুমান করা যায়। অর্থাৎ সিরিয়ার ভবিষ্যত অনেকটাই এখন ইসরাঈলের হাতে।

সিরিয়া কেন্দ্রিক ফিলিস্তীন, জর্ডান ও লেবানন মিলে যে শাম অঞ্চল বিস্তৃত, তাতে শত শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর এক ঐতিহ্যবাহী অবিচ্ছেদ্য সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন ইসলামের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বগণ। ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইবনু কুদামাহ, ইমাম নববী, ইমাম ত্বাবারাণী, ইবনু আসাকির, ইবনু খাল্লিকান, ইবনু রজব, ইবনু তায়মিয়া, ইবনুল কাইয়েম, ইবনু কাছীর, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ইয বিন আব্দুস সালাম, আধুনিক যুগে শায়খ আলবানী, শায়খ আরনাঊত্বসহ বহু মহামনীষীদের পদচারণায় ধন্য হয়েছে এই শাম। দামেশক, হালাব, হিমস, হামা প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত শামের শহরগুলো আজও আপন ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল।

শেষ যামানায় শামের গুরুত্ব আরও বাড়বে মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো শামকে সর্বদাই মুসলিম উম্মাহর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। রাসূল (ছা.) বলেন, 'ইসলামী বাহিনী শিগগিরই কয়েকটি দলে দলবদ্ধ হবে। একটি দল শামে, একটি ইয়েমেনে ও অন্য একটি ইরাকে। ইবনে হাওয়ালা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি সেই যুগ পাই, তখন আমি কোন দলটিতে যোগদান করব, তা বলে দিন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ 'তুমি শামের বাহিনীতে থাকবে, কেননা তা আল্লাহর পছন্দনীয় ভূমির একটি, সেখানে তিনি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাদের একত্র করবেন' *(আবু দাউদ হা/২৪৮৩, সনদ ছহীহ)*। শামের কল্যাণের সাথে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকেও আল্লাহ যুক্ত করে দিয়েছেন। রাসূল (ছা.) বলেন, 'যখন শামভূমি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের মধ্যেও কোনো কল্যাণ থাকবে না। আর আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, তাদের যারা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না' *(তিরমিযী হা/২১৯২, সনদ ছহীহ)*। শামের জন্য তিনবার বরকতের দো'আ করে রাসূল (ছা.) বলেছেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শামে বরকত ঢেলে দিন' *(বুখারী হা৭০৯৪)*।

শেষ যামানায় যে মালহামা বা মহাযুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাছাউনী হবে গূতা নামক একটি শহর, যা শামের সর্বোত্তম শহর দামেশকের নিকটবর্তী হবে *(আবূদাউদ হা/৪২৯৮, সনদ ছহীহ)*। শেষ যামানায় দাজ্জালের উত্থানও হবে এই এলাকায় এবং পরপরই আসবেন ঈসা (আ.)। রাসূল (ছা.) বলেন, 'দাজ্জাল ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে বের হবে এবং ডানে-বাঁয়ে গোটা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবে। তাই হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের ওপর অটল থাকবে।' অতঃপর তিনি বলেন, দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে দাজ্জালের অনিষ্টতার পর আল্লাহ ঈসা ইবনু মারিয়াম (আ.)-কে পাঠাবেন। তিনি দামেশকের পূর্ববর্তী এলাকার শুভ্র মিনারের কাছে আসমান থেকে দুজন ফেরেশতার কাঁধে চড়ে অবতরণ করবেন। তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে মারা যাবে, আর তাঁর দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে গিয়ে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস পড়বে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করবেন, অতঃপর শামের বাবে লুদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭)*।

সুতরাং যতদিন আসবে, أرض المحشر والمنشر (হাশরের ময়দান) হিসাবে শাম বা সিরিয়া হতে থাকবে ইতিহাসের ঘটনাবহুল অধ্যায়। আমরা আশা করি, বাশারের পতনে সিরিয়ার যে নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে, তা যেন হয় ইসলামের নয়া জাগরণের যুগ। ইসরাঈলের কালো থাবা থেকে আল্লাহ যেন তাদেরকে হেফাযতে রাখেন, সেই সাথে সেখানকার ঈমানদার মুসলমানরা যেন বিশুদ্ধ আক্বীদার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং পরস্পর সহনশীলতা বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন সিরিয়া গড়ার মাধ্যমে মুসলমানদের চিরশত্রু ইসরাঈলী জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে—এটাই আমাদের একান্ত কামনা। আল্লাহ আমাদের প্রত্যাশা কবুল করুন। আমীন!

দ্বীনের বিধি-বিধান সহজ

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

(১) 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

২- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ-

(২) 'তবে যদি (ঋণ গ্রহীতা) অভাবগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

৩- لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

(৩) 'নিশ্চিতভাবে আল্লাহ দয়াশীল হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনছারদের প্রতি, যারা দুঃসময়ে তার অনুসারী হয়েছিল' *(তওবা ৯/১১৭)*।

৪- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا-

(৪) 'সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। কিন্তু যার রিযিক সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত বোঝা কাউকে চাপান না। সত্বর আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন' *(তালাক ৬৫/৭)*।

৫- إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى- فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى- وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى-

(৫) 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী। অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে। অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়েল ৯২/৪-১০)*।

৬- فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(৬) 'অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(শরহ ৯৪/৫-৬)*।

৭- لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ،

(৭) 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না। তার জন্য পুণ্যফল সেটাই, যা সে উপার্জন করে এবং তার উপর পাপের ফল সেটাই, যা সে অর্জন করে' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

৮- وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا-

(৮) 'বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কর্ম সহজ করে দেন' *(তালাক ৬৫/৪)*।

হাদীছের বাণী :

৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ-

(৯) আবূ হুরাইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব করে দিল। একারণে লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি'।[১]

১০- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا-

(১০) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের সাথে উদার ব্যবহার করো, কঠোরতা পরিহার করো, তাদেরকে সান্ত্বনা দাও এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না'।[২]

১১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ-

(১১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের শাসক (দায়িত্বশীল) নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি তাদের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা তাদের জন্য বিপদ ও কষ্টের কারণ হয়, তবে তুমিও তার ওপর অনুরূপ চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তিকে আমার উম্মাতের ওপর শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে তাদের সাথে নম্র ও উত্তম আচরণ করে, তুমিও তার সাথে অনুরূপ নম্রতা প্রদর্শন করো'।[৩]

১. বুখারী হা/২২০; মিশকাত হা/৪৯১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।
২. বুখারী হা/৬১২৫; মুসলিম হা/১৭৩৪; মিশকাত হা/৩৭২৩।
৩. মুসলিম হা/১৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৯।

١٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ-

(১২) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতের মধ্যে তন্দ্রাভিভূত হবে, তখন সে যেন নিদ্রা যায়, যতক্ষণ না তার নিদ্রার চাপ দূর হয়ে যায়। কারণ, যখন কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ছালাত পড়বে, তখন সে খুব সম্ভবত ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে লাগবে'।[৪]

١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا،

(১৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। কিন্তু যে লোক দ্বীনকে কঠিন করে তুলে, দ্বীন তাকে পরাভূত করে দেয়। অতএব দীনের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও সাধ্য অনুযায়ী আমল কর (নিজকে ও অন্যকে) শুভ সংবাদ দাও...'।[৫]

١٤- عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ- لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّى أَظَلُّ يُطْعِمُنِىْ رَبِّى وَيَسْقِيْنِ-

(১৪) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, (একটি) মাসের শেষাংশে নবী করীম (ছাঃ) বিরতিহীন ছিয়াম রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে ছিয়াম পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হ'ত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন ছিয়াম রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করায় এবং পান করায়'।[৬]

(১৫) আনাস (রাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হ'ল তখন তারা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, আমাদের সঙ্গে নবী করীম (ছাঃ)-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে একজন বললেন, আমি সারা জীবন রাতভর ছালাত পড়ব। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি সারা জীবন ছিয়াম রাখব, কখনো ছিয়াম ছাড়ব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, কখনও বিয়েই করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্কে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) ছিয়াম রাখি আবার ছেড়েও দিই, ছালাত পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর আমি নারীদের বিয়ে করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাত হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৭]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে একবার ছফরে ছিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সহজ ও কঠিন দু'টি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তোমার জন্য যেটা সহজ করেছেন সেটা গ্রহণ করো'।[৮]

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, কেউ যেন দ্বীনী কাজে গভীরতা অবলম্বন না করে এবং নম্রতা পরিহার না করে। যদি না সে অপারগ ও পরাজিত হয়'।[৯]

৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, শারঈ পণ্ডিতগণ সাধারণভাবে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা নিষেধ করেছেন'।[১০]

৪. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, দুই স্বস্তির মাঝে রয়েছে কষ্ট। হয় দুনিয়ায় শীঘ্রই মুক্তি লাভ হবে অথবা বিলম্বে আখেরাতে ছওয়াব লাভ হবে।[১১]

সারবস্তু :

১. একজন ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমানের আলো যত বৃদ্ধি পায়, দ্বীন পালন তার জন্য তত সহজ হয়ে যায়। ২. আল্লাহ বান্দার জন্য তাঁর বিধানসমূহ সহজ করেছেন। ৩. মধ্যমপন্থা অর্থ শিথিলতা নয়, বরং সঠিক পন্থা। ৪. আল্লাহ আমাদেরকে সহজাত দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বীন পালন করতে বলেছেন এবং অতি বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে দ্বীন পালন করতে বান্দা অপারগ না হয়ে যায়।

৪. বুখারী হা/২১২; মুসলিম হা/৭৮৬; মিশকাত হা/১২৪৫।
৫. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।
৬. বুখারী হা/৭২৪১; মুসলিম হা/১১১০৪; মিশকাত হা/১৪৫।
৭. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।
৮. তাফসীর ইবনু জারীর ৩/৪৭৬ পৃ.।
৯. ফাতহুল বারী ১/১১৭ পৃ.।
১০. ফাতহুল মাজীদ ২২৭ পৃ.।
১১. লিসানুল আরব ৫/২৯৩ পৃ.।

অলসতা ও গাফলতি থেকে বাঁচার উপায়

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : মানুষ তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে চাইলেও বিভিন্ন উপায়ে শয়তান তার অন্তরে মন্দ কুমন্ত্রণার জন্ম দেয়। যাতে সে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত হয়। শয়তানের কুমন্ত্রণার মধ্যে অন্যতম একটি অলসতা। কোন ব্যক্তির অন্তরে অলসতা ঢুকিয়ে দিতে পারলে সে আপনাতেই তার ঈমানী শক্তির সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। পাপ কাজ করলেও তার অন্তরে কোন প্রভাব পড়েনা। তখন তাকে কি করতে হবে, সে বিষয়ে তার কোন ইচ্ছা শক্তি থাকে না। তাকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন, তাও সে ভুলে যায়। এভাবে আস্তে আস্তে সে অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। এক পর্যায়ে শয়তানের দোসররা তার বন্ধুতে পরিণত হয়। এজন্য অন্তরকে সবসময় অলসতা মুক্ত রাখতে হবে। নিম্নে অলসতা অন্তরের উপর কী প্রভাব ফেলে এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

অলসতা : এর আরবী শব্দ غفلة। অর্থ অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা, অসতর্কতা, গাফলতি ইত্যাদি'।[১] মন যা চায় তাই করা, জীবনের কোন লক্ষ্য না থাকা, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কোন কাজ করা বা না করাও অলসতা।

অলসতা ও ভুল করা : অলসতা ও ভুল করা এক নয়। অলসতার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে আগ্রহ ও অনাগ্রহের প্রকাশ হয়ে থাকে। আর ভুল অনিচ্ছায় হয়ে যায়। এজন্য অলসতার জন্য শাস্তি থাকলেও ভুলের জন্য শাস্তি নয়। তবে বারংবার যেন ভুল না হয় সে বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আর অলসতা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ– 'আর তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ গাফেল তথা অলস বা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে নিষেধ করেছেন।

আর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কখনই তার বান্দাকে পাকড়াও করবেন না। যেমন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ– 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার পাপকে মার্জনা করেন'।[২]

অন্তর অলস হওয়ার কারণ সমূহ :

১. দুনিয়ার প্রতি মোহ : দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্থ হলে অন্তর অলস হয়ে যায়। তখন পার্থিব জীবন সুন্দর করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরকালীন স্থায়ী জীবনে সুখময় প্রাপ্তির জন্য তার যে নিত্য-নৈমত্তিক কিছু আমলের প্রয়োজনীয়তা আছে, তা সে একদম ভুলে যায়। আর এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই তৃপ্ত থাকে ও তার মধ্যেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন' *(ইউনুস ১০/৮)*।

দুনিয়াবী মোহ যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্র ইবাদতে তত অলসতা বৃদ্ধি পাবে। আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، 'পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসঙ্গী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ আছে'।[৩]

২. দীর্ঘদিন বাঁচার আকাংখা : দীর্ঘদিন বাঁচার আকাংখা আল্লাহ্র ইবাদত থেকে অলস বানিয়ে দেয়। দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য খাদ্যাভাস, লাইফস্টাইল সহ যা যা করা দরকার তার পেছনে সে সবচেয়ে মনোযোগী থাকে। মানুষের দীর্ঘ জীবন কামনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ– 'তুমি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে অন্যদের চাইতে অধিক আকাংখী পাবে এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুত তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/৯৬)*।

মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভে কত যে আগ্রহী, তা হাসপাতাল, ফার্মেসী ও আয়ুর্বেদিক চেম্বারগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই

১. আল-মু'জামুল ওয়াফী, ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, (২৮তম মুদ্রণ ২০১৮ খৃ.) ৭৪১ পৃ.।
২. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪ '।
৩. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; তিরমিযী হা/২৪৬৪।

বুঝা যায়। মানুষ সামান্য খড়-কুড়া ধরে হলেও আর কিছু দিন বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। আর এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ– ‘বৃদ্ধ মানুষের হৃদয় দু’টি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে অত্যন্ত তরুণ– (১) জীবনের মায়া ও (২) ধন সম্পদের মায়া’।[৪]

৩. আল্লাহ্র যিকর ছেড়ে মনের ইচ্ছার অনুসরণ করা : আল্লাহ্র ইবাদতসহ যে কোন কাজই হৌক না কেন সে বিষয়ে শারঈ নির্দেশনা আছে কি না তার অনুসরণ করতে হবে। মন যা চায় তার অনুসরণ করলেই পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হ’তে হবে। কারণ মানবাত্মা মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত হয়ে থাকে। সেকারণ যে উপায়েই হোক মনের ইচ্ছাকে দমন করে শারঈ বিধান অনুযায়ী দৃঢ় পদে চলতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– ‘আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে’ *(কাহফ ১৮/২৮)*।

৪. অযথা সময় নষ্ট করা : সময়ের কাজ সময়ের মধ্যেই করতে হবে। যদি সময় ক্ষেপণ করা হয় তাহ’লে অন্তর শক্ত ও অলস হয়ে যায়। পরবর্তীতে মন চাইলেও সে কাজ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ– ‘আর তারা তাদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। পরে তাদের হৃদয়সমূহ শক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের বহু লোক পাপাচারী হয়েছে’ *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

৫. অন্তর কঠিন বানিয়ে ফেলা : মানুষের অন্তর যখন কঠিন হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ভাল-মন্দ, সঠিক-বেঠিক যাচাইয়ের জ্ঞান থাকে না। তার মন যা চায়, তাই সে করতে পারে। পাপ কাজে তার আফসোসবোধ টুকুও লোপ পেয়ে যায়। আর এসব ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ‘অতঃপর তোমাদের অন্তরগুলি এমন কঠিন হয়ে গেল, যেন তা পাথরের মত অথবা তার চাইতে কঠিন’ *(বাক্বারাহ ২/৭৪)*।

৬. নারীর ফিৎনা : আল্লাহ মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করেছেন। কখনোই তিনি মানুষের উপর বোঝা স্বরূপ কিছু চাপিয়ে দেন না। বরং তিনি চান মানুষের জীবন সহজতর হৌক। যেমন আল্লাহ বলেন, يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا– ‘আল্লাহ চান তোমাদের উপর বোঝা হাল্কা করতে। (কেননা) মানুষ দুর্বল রূপে সৃষ্টি হয়েছে’ *(নিসা ৪/২৮)*।

আল্লাহ শোভনীয় বস্তু দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। আর শোভনীয় বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হ’ল নারী। মানুষের জন্য শোভনীয় বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ‘মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তাদের আসক্তি সমূহকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র’ *(আলে-ইমরান ৩/১৪)*।

একজন পুরুষের জন্য শয়তানের কুমন্ত্রণা দুর্বল হলেও নারীর ফিৎনা সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ মনের ইচ্ছা শক্তি দৃঢ় থাকলে শয়তানের কুমন্ত্রণা কাজে লাগেনা। কিন্তু নারীর ফিৎনা থেকে বাঁচা সহজতর নয়, বরং খুবই কঠিন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ– ‘অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (স্বীয় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) বলল, এটা তোমাদের ছলনা মাত্র। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক’ *(ইউসুফ ১২/২৮)*।

আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ– আমি আমার (ইন্তিকালের) পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের ফিৎনার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন ফিৎনা রেখে যাইনি’।[৫] আর এজন্য নিয়তের গুরুত্বপূর্ণ হাদীছে নারীদের বিষয় টেনে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ– ‘উল্লেখ্য যে, যার হিজরত পার্থিব কোন লাভ বা কোন মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যের হিজরত বলেই গণ্য হবে’।[৬]

৭. মন্দ লোকদের সাথে চলাফেরা : একজন মানুষকে চিনতে হলে তার বন্ধুদের দেখতে হবে তারা কেমন। কারণ একজন বন্ধুর আচরণ তার মধ্যে প্রভাব ফেলে। এজন্য রাসূল (ছাঃ)

৪. মুসলিম হা/১০৪৬।

৫. বুখারী হা/৫০৯৬; মুসলিম হা/২৭৪০; মিশকাত হা/৩০৮৫।
৬. বুখারী হা/১; মুসলিম ১৯০৭; মিশকাত হা/১; নাসাঈ আলবানী হাকীম হা/৭৫।

বলেছেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ ‘মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে। সুতরাং তার বন্ধু নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, সে কাকে বন্ধু নির্বাচন করছে’।[৭]

আর ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তার মন্দ বন্ধুর জন্য আফসোস করবে। সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا- يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا- لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا- ‘যালেম সেদিন নিজের দু’হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি আমি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম! -হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! -আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুত শয়তান হ’ল মানুষের জন্য সত্যচ্যুতকারী’ *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।

মন্দ বন্ধু এত ভয়ানক যে, রাসূল (ছাঃ) তার চাচা আবু তালিবকে হয়তো কালেমা পাঠ করাতে পারতেন। কিন্তু ঐ সময় আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া প্ররোচনায় তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেনি। রাসূল (ছাঃ) তার চাচাকে যখনই শাহাদাহ পাঠের আহ্বান করতেন, তখনই তারা দু’জন বলত, يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ ‘হে আবু তালিব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?’[৮]

এছাড়াও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ সম্পর্কে চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً- সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উদাহরণ মিশক বিক্রেতা ও অগ্নিকুণ্ডে ফুৎকারকারীর (কামারের) ন্যায়। মিশক বিক্রেতা হয়ত তোমাকে কিছু দিবে। (সুগন্ধি নেয়ার জন্যে হাতে কিছুটা লাগিয়ে দিবে) অথবা তুমি তার কাছ হতে সামান্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর অগ্নিচুলায় ফুৎকারকারী হয়ত তোমার কাপড়কে পুড়াবে কিংবা তুমি তার দুর্গন্ধপ্রাপ্ত হবে।[৯]

৮. পাপ বৃদ্ধি পেলে : পাপ বেশী হয়ে গেলে অন্তরে ব্যাপক মরিচা পড়ে। ফলে অন্তর অলস হয়ে যায়। তখন মানুষ তার অন্তরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নিয়ন্ত্রণহীন অন্তর তখন যা চায় তাই করতে পারে। পাপ বা অপকর্ম যে অন্তরে মরিচা ফেলে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ- ‘কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪)*। ইবনু আব্বাস বলেন, মানুষ যখন পাপ কাজ করে তখন তার চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হয়, অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, রিযিক হ্রাস পায় এবং অন্যের প্রতি ঘৃণাবোধ তৈরী হয়’।[১০]

৯. জুম‘আর ছালাত পরিত্যাগ করলে : সাপ্তাহিক জুম‘আর ছালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জুম‘আর ছালাত ছেড়ে দেয়, তাহ’লে তার অন্তর অলস হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ- ‘লোকেরা যেন জুম‘আ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে’।[১১] অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ- ‘যে ব্যক্তি (বিনা কারণে) অলসতা করে পরপর তিনটি জুম‘আ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন’।[১২]

অধিক হাসাহাসি ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকা : অধিক হাসাহাসি ও আমোদ-প্রমোদ ঠিক নয়। এতে অন্তর মরে যায়। আর অন্তর মারা গেলে তা অলসতায় পূর্ণ হয়ে যায়। এসম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহ’লে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আবেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে’। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হবে’। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহ’লে তুমি একজন (খাঁটি) মুমিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহ’লে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে’।[১৩]

[ক্রমশ]

[কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৭. আহমাদ হা/৮৩৯৮; হাকেম হা/৭৩১৯; মিশকাত হা/৫০১৯।
৮. বুখারী হা/৪৭৭২; মুসলিম হা/২৪।
৯. বুখারী হা/২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।
১০. আল-জাওয়াবুল কাফী, ইবনুল ক্বাইয়িম, ১০৬ পৃ.।
১১. মুসলিম হা/৮৬৫; মিশকাত হা/১৩৭০ ‘ছালাত’ অধ্যায়।
১২. আবুদাঊদ হা/১০৫২; নাসাঈ হা/১৩৬৯; মিশকাত হা/১৩৭১।
১৩. তিরমিযী হা/২৩০৫; আহমাদ হা/৮০৮১; মিশকাত হা/৫১৭১।

ইসলামে নারীর অবস্থান

-কামাল হোসাইন

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

জান্নাত লাভে নারী-পুরুষ উভয়েই আল্লাহ কর্তৃক ওয়াদাবদ্ধ : আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ সকল মুমিনকেই জান্নাত দেওয়ার ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং ওয়াদা করেছেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসস্থান সমূহের। আর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সামান্য সন্তুষ্টিই হ'ল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর সেটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবা ৯/৭২)*।

ছওয়াব প্রাপ্তিতে নারী পুরুষ সমান : নারীদের উত্তম জীবন ও জান্নাত লাভের জন্য সৎআমল করতে হবে। আর সৎ আমলের ছওয়াব প্রাপ্তিতে নারী পুরুষ উভয়েই সমান। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ– 'যে মন্দকর্ম করবে, সে তার অনুরূপ ফল ব্যতীত পাবেনা। আর যে পুরুষ বা নারী সৎকর্ম করবে মুমিন অবস্থায়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে অপরিমিত রিযিক প্রাপ্ত হবে' *(মুমিন ৪০/৪০)*।

তিনি বলেন, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ– 'অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দো'আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, পুরুষ হৌক নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করব না। তোমরা পরস্পরে এক (অতএব কর্মফলে সবাই সমান)' *(আলে-ইমরান ৩/১৯৫)*।

নারীদের এটা স্মরণ করা উচিত যে, আল্লাহ তাদেরকে যে ছাড় দিয়েছেন তা ব্যতিরেকে শরী'আত লঙ্ঘন করা নিষেধ। তার উপরে শরী'আতের আরোপিত বিধান না মানার কোন এখতিয়ার কারোরই নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ– 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

সর্বাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সৎ ব্যবহার করা : নারীরা সর্বাবস্থায় সম্মানিতা। ইসলাম তাদেরকে মহান মর্যাদা দিয়েছে। কোন ভাবেই স্ত্রীর সাথে মন্দ আচরণ করা যাবে না। কেননা উত্তম মুমিন হওয়ার জন্য অবশ্যই স্ত্রীর নিকট উত্তম হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ– 'মুমিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম'।[১]

নারীদের কোন কথা বা আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিলে সাংসারিক জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠে। তথাপি কেউ যদি তালাক দেওয়ার মনস্থ করে ফেলে, এমনই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে স্ত্রীদের কল্যাণকর দিক দেখার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا– 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

আর রাসূল (ছাঃ) নারীদের প্রতি উপদেশ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ

১. তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৩২৬৪; ছহীহাহ হা/২৮৪।

تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَا– ‘তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ’লে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ’লে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নছীহত করতে থাক’।[২]

স্ত্রীদের মধ্যকার নে’মত গ্রহণ করা : জাহেলী যুগে স্ত্রী হিসাবে নারীদের কোন মর্যাদা দেওয়া হ’ত না। তাদের নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করা হ’ত। আর ইসলাম উভয়ের মাঝে দয়া ও ভালবাসা বজায় রাখার কথা বলেছে। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ– ‘তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম হ’ল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ’তেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য’ *(রূম ৩০/২১)*।

নারীদের জন্য খরচ করা : আল্লাহ তা‘আলা নারীদের উপর ব্যয় করার বিষয়ে নিখুঁত একটি নীতিমালা দিয়েছেন। তারা যতদিন ঘর-সংসার করবে, ততদিন তাদের খরচ বহন করতে হবে। অতঃপর ঘর সংসার করা কোন ভাবেই সম্ভব না হলে তাদের দয়া ও অনুগ্রহের সাথে ছেড়ে দিতে হবে। যেমন কুরআনে এসেছে, لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ‘যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই অথবা তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ না করেই তালাক প্রদান কর, তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। এসময় তোমরা স্ত্রীদের ন্যায়ানুগভাবে কিছু সম্পদ দান করবে। সম্পদশালী ব্যক্তি তার অবস্থা অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার অবস্থা অনুযায়ী। সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের উপর এটাই কর্তব্য’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৬)*।

সম্পদে নারীদের উত্তরাধিকার : ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হ’ত না। পিতা-মাতা, সন্তান বা কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাদের সম্পদে কোন অংশ থাকত না। তবে ইসলামে নারীদের সেই অধিকার দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا– ‘পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদের অংশ রয়েছে কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত’ *(নিসা ৪/৭)*।

নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদের শাস্তি : যারা সতী-সাধবী নারী তাদের উপর মিথ্যা অপবাদে আল্লাহ কঠোর হুশিয়ারী প্রদান করেছেন এবং ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ– ‘আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়। অথচ চারজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী হাযির করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর। আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। বস্তুত এরাই হ’ল পাপাচারী’ *(নূর ২৪/৪)*।

স্ত্রীদের মোহর ফেরত না নেওয়া ও তাদের প্রতি উদারতা : আল্লাহ বলেন,وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‘আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান কর ফরয হিসাবে’ *(নিসা ৪/৪)*। আল্লাহ নারীদের উপর কোন প্রকার কষ্ট দিতে এবং তাদেরকে দেওয়া মোহর ফেরত নিতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। বরং তাদের প্রতি সদয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর হালাল নয় যে, তোমরা জোর পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাও। আর তোমরা তাদেরকে (মোহরানা ও অন্যান্য সম্পদ) যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার (কপট) উদ্দেশ্যে (স্বামীদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিয়ো না’ *(নিসা ৪/১৯)*।

মা হিসাবে নারীর মর্যাদা : আল্লাহ্‌র পর পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার হকদার হলেন পিতা-মাতা। আবার পিতা-মাতা উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হকদার হলেন মা। যেমন হাদীছে এসেছে, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ– صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ– ‘একটি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা’।[৩]

২. বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮।

৩. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।

অন্যত্র এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার নিকট হিজরতের উপর বায়'আত করছি। আর আমি আমার মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا– 'তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে হাসাও যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ'।

মাতার পায়ের নীচে জান্নাত : জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّهَا 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ 'তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত'।[৫]

খালা-ফুফু হিসাবে মর্যাদা : খালাগণ (সদাচরণের ক্ষেত্রে) মায়ের স্থলাভিষিক্ত *(বুখারী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৩৩৭৭)*। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মহাপাপ করে ফেলেছি। আমার জন্য কি ক্ষমার দরজা খোলা আছে? তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তার সাথে সদাচরণ কর।[৬]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ন্যায় সঙ্গত অধিকার : স্বামীর নিকট স্ত্রীর নানাবিধ অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ– 'স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর স্বামীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। তবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্ত্রীগণ আমাদের উপর কি অধিকার রাখে? উত্তরে তিনি বললেন, أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ– 'তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি পরলে তাকেও পরিধান করাও, (প্রয়োজনে মারতে হলে) মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে তাকে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু একাকিনী অবস্থায় রাখবে না।[৭]

সফরে নারীর নিরাপত্তায় মাহরাম : মাহরাম ছাড়া একজন নারীর একাকী সফর করতে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটা নারীর জন্য অপমানজনক নয়, বরং সম্মানজনক। কারণ এতে একজন নারী সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ– 'কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের একাকী সঙ্গী হবে না, তবে তার সঙ্গে যদি তার মাহরাম (স্বামী ও যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ এমন লোক) থাকে। আর কোন মহিলা যেন তার মাহরাম ব্যতীত একাকী সফরে না যায়। এটি শুনে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সহধর্মিনী হজ্জের জন্য বেরিয়ে গেছে আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য লিপিবদ্ধ (নির্বাচিত) হয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যাও! তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ পালন কর।[৮]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا

৪. ত্বাবারাণী কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।
৫. ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৪, ২৫২৬।
৭. তিরমিযী হা/১১৬৩; আবু দাউদ হা/২১৪২; ইবনু মাজাহ হা/ মিশকাত হা/৩২৫৯; বুখারী হা/১৯৭৫; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪।
৮. বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৪১।

وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا– ‘যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য তিন দিন কিংবা এর অধিক সময়ের পথ (একাকী) ভ্রমণ করা বৈধ নয়, যদি না তার সাথে তার পিতা, ভাই, স্বামী ছেলে অথবা কোনো মাহরাম লোক থাকে’।[৯]

নারীর তালাক প্রাপ্তিতে অধিকার : একজন নারী স্বামীর চারিত্রিক ত্রুটি, শারীরিক সমস্যা, সাংসারিক ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতা ও শারঈ ব্যাপারে অবহেলা বা অবজ্ঞা ইত্যাদি যৌক্তিক ওযরের ক্ষেত্রে মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে স্বামীর নিকট থেকে ‘খোলা’ তালাক নিতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... ‘এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবেনা, তাহ’লে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে মুক্তি (খোলা) চায়, তবে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

তবে শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া কাম্য নয়। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ’লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ– ‘যে মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে অকারণে তালাক চায়, তার উপর জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে’।[১০] অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে’।[১১] সুতরাং অধিকারের অপব্যবহার থেকে সাবধান থাকতে হবে।

বিধবা নারীদের সাহায্যে উৎসাহ প্রদান : একজন বিধবা নারীও যেন অনাহারে না থাকে সে জন্য রাসূল (ছাঃ) তাদের ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন, السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ ‘স্বামীহীনা ও নিঃস্ব-গরীবের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগারকারী আল্লাহর পথের মুজাহিদ অথবা রাতে ছালাত আদায়কারী ও দিনে ছিয়াম পালনকারীর সমতুল্য’।[১২]

নারীদের মসজিদমুখী করা : ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের ধর্মীয় বিষয়ে জানার কোন অধিকার ছিলনা। কিন্তু ইসলাম নারীদের ইসলামের সামগ্রিক বিষয় জানার জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী (আতিক্বাহ বিনতে যায়েদ) ফজর ও এশার ছালাতের জামা‘আতে মসজিদে যেতেন। তাঁকে বলা হ’ল, আপনি কেন (ছালাতের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, ওমর (রাঃ) তা অপসন্দ করেন এবং অপমানজনক মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হ’লে কি কারণে ওমর স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না? বলা হ’ল, তাঁকে বাধা দেয় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ‘আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বারণ করো না’।[১৩]

পোষাকের শালীনতার মাধ্যমে নারীর আত্মরক্ষা : ইসলাম একজন নারীর সার্বিক জীবনে শালীন পোষাক পরিধানের মাধ্যমে তাকে উত্যক্ত ও যৌন নিপীড়ন থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে। নারী স্বাধীনতার দোহায় দিয়ে নারীদের উলঙ্গ-অর্ধনগ্ন হয়ে চলার কারণে খোদ বাংলাদেশেই গত চার বছরে প্রতি ৯ ঘণ্টায় একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ শুধু গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকেই দেখা যায় গত চার বছরে বাংলাদেশে প্রতিদিন অন্তত দু’জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।[১৪] এ থেকে উত্তরণের উপায় মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا– ‘হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের বড় চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

নারীর জান্নাত যাওয়ার সহজ ৪টি আমল : একজন নারীর জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহজ ৪টি আমল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– ‘নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে’।[১৫]

উপসংহার : একমাত্র ইসলামই নারীর অবস্থান সুসংহত করেছে। তাদেরকে মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়েছে এবং তাদের প্রাপ্ত অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নারীকে সঠিক দ্বীন বুঝে দ্বীন মেনে চলার তাওফীক দান করুন। ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে জান্নাত প্রাপ্তির তাওফীক দান করুন।-আমীন!

৯. আবু দাউদ হা/১৭২৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৭৩৪।
১০. আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮।
১১. তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২।
১২. বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৪২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
১৩. বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২; আবুদাঊদ হা/৫৬৬।
১৪. দি ডেইলী স্টার বাংলা, ২৫শে নভেম্বর ২০২৪।
১৫. ছহীহুত তারগীব ১৯৩১; মিশকাত হা/৩২৫৪।

যে কান্নায় আগুন নেভে

-আব্দুল্লাহ

[৩য় কিস্তি]

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পড়া বা শোনার সময় ক্রন্দন : (১) ইবনুল জাওযী বলেন, আমি যখন হাফেয আবুল বারাকাত আল-আনমাত্বীর নিকট হাদীছ পড়তাম, তখন তিনি ক্রন্দন করতেন। আর আমি তার রেওয়ায়েত বর্ণনার চেয়ে তার ক্রন্দন দ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছি। আমি তার মাধ্যমে যতটুকু উপকৃত হয়েছি, তা অন্যদের নিকট থেকে পাইনি'।[১]

(২) আহমাদ ইবনু ইসহাক জবঈ বলেন, আমি ইসমাঈল ইবনু সালামী-এর নিকট থেকে হাদীছ শোনার জন্য তার নিকট যাতায়াত করতাম। তখন আমার বয়স ছিল আট বছর। তিনি মানুষ হিসাবে দুনিয়াবিমুখ এবং পরহেযগার ছিলেন। তিনি আমাদের কাছে আসতেন ও নুড়ি পাথরের উপর বসতেন। তখন তার হাতে হাদীছের কিতাব থাকত। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থা হাদীছ বর্ণনা করতেন'।[২]

(৩) আবু ইয়াকুব বিন ইউসুফ আল-হামাদানী বলেন, আবুল হাসান একজন বধির ছিলেন। তিনি নিজেই আমাদের নিকটে হাদীছ পড়তেন। একদিন আমাদের নিকট দুই ফেরেশতা (মুনকার ও নাকীর)-এর হাদীছ পড়াচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি ভীষণভাবে কাঁদলেন এবং উপস্থিত সকলকেই কাঁদালেন'।[৩]

রাসূল (ছাঃ)-এর কষ্টের জীবন স্মরণ করে ক্রন্দন : হাফছা বিনতে ওমর (রাঃ) তার পিতাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ রিযিক প্রশস্ত করেছেন এবং অনেক এলাকা জয় হয়েছে, যেখান থেকে আমরা প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেছি। এখন আপনি এর চাইতে নরম কাপড় পরতে পারেন এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। অতঃপর ওমর উত্তর দিলেন, আমি অবশ্যই তোমার সাথে বিতর্ক করব। তুমি কি স্মরণ করবে না, আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে তিনি কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কথা বলতে বলতে তিনি তাকে কাঁদিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি আল্লাহ্র রাসূল ও আবুবকরের মত কঠিন কষ্ট করার চেষ্টা করছি, যাতে পরকালীন জীবনে তাদের সাথে জান্নাতে থাকতে পারি'।[৪]

জাহান্নামকে স্মরণ করে ক্রন্দন করা : (১) আবু আব্দুল্লাহ সিনওয়ার বলেন, যখন আত্বা আস-সুলামীকে তার অধিক কান্নাকাটির জন্য ভর্ৎসনা করা হচ্ছিল, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই যখন আমি জাহান্নামীদের কথা স্মরণ করি, তখন আমি তাদের স্থানে আমাকে কল্পনা করি। তাহ'লে কেন ওই অন্তর চিৎকার করে ক্রন্দন করবে না? যাকে হাত হ'তে ঘাড় পর্যন্ত বেঁধে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে। তাহ'লে কেন ঐ অন্তর ক্রন্দন করবে না?[৫]

(২) মিসমা' ইবনু আছেম বলেন, কোন একটি তীরবর্তী স্থানে আমি, আব্দুল আযীয ইবনু সুলায়মান, ক্বিলাব বিন জারীর এবং সালমান আল-আরয রাত্রিযাপন করলাম। হঠাৎ ক্বিলাব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এমনকি আমি তার মৃত্যুর শঙ্কা করলাম। তখন তার ক্রন্দনের কারণে আব্দুল আযীযও কান্না করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের দু'জনের কারণে সালমানও কান্না শুরু করলেন। আর আমিও তাদের সবার কারণে কান্নাকাটি করতে লাগলাম। কিন্তু আমি জানিনা যে কিসে তাদেরকে কান্না করিয়েছে। পরে আমি আব্দুল আযীযকে (কান্নার কারণ) জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আবু মুহাম্মাদ! ঐদিন রাত্রে কোন জিনিস আপনাকে ক্রন্দন করিয়েছিল? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি সমুদ্র-তরঙ্গগুলোর দিকে দেখছিলাম। ঐগুলো তরঙ্গায়িত হচ্ছিল এবং ঘোরাফেরা করছিল। তখন আমি জাহান্নাম এবং তার দীর্ঘশ্বাসের কথা স্মরণ করলাম। আর ওই বিষয়টাই আমাকে ক্রন্দন করিয়েছে। অতঃপর আমি ক্বিলাবকেও আব্দুল আযীযের অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ্র শপথ যেন তিনি তার গল্পটি শুনেছেন এবং আমাকে ঐরূপই উত্তর দিলেন। সব শেষ আমি সালমান আল-আরযকে ওদের দু'জনের অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, কওমের মধ্যে আমার চেয়ে মন্দ কেউ ছিলনা। আর আমার ক্রন্দনটা ছিল রহমতের আশায়, যেমন তারা নিজেদের মনের কল্পনা অনুযায়ী ক্রন্দন করেছিলেন'।[৬]

(৩) ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মুগীছের সাথী আবু আহমাদ ইবনু মাহাদী বলেন, 'যখনই আমি তার (ইউনুস) সাথে আখেরাতের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম, তখন তার চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করত এবং তিনি

১. তাযকিরাতুল হুফফায, শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল জাওযী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৯৯৮ খৃ./১৪১৯ হি.) পৃ. ৪/৫৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (মিসর : দারুল হাদীছ ২০০৬ খৃ./১৪২৭ হি.) পৃ. ৮/১৫।
২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/৩৪৪ পৃ.।
৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/৪০৪, ১৭/২৪৩ পৃ.।
৪. ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সা'দ ওরফে ইবনু সা'দ (বৈরূত দারু ছাদের ১৯৬৮ খৃ. ৮ খণ্ডে সমাপ্ত) ৩/২৭৭ পৃ.।
৫. আত-তাবছিরাহ, জামালুদ্দীন আবুল ফারজ মুহাম্মাদ জাওযী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৯৮৬ খৃ./১৪০৬ হি.) পৃ. ১/৩০৮; মুহাসাবাতুন নাফস, আবুবকর আব্দুল্লাহ ইবনু আবিদ্দুনিয়া (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) হা/১৩৬, ১/১৩১ পৃ.।
৬. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নু'আইম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরবী ১৯৭৪ খৃ./১৩৯৪ হি.) ৬/২৪৪ পৃ.।

চাইলেও কান্না থামাতে পারতেন না। কিন্তু কখনো কখনো তার ক্রন্দনটা তার ওপর বিজয় লাভ করত'।[৭]

(৪) বকর আল-মুযানী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আবু মূসা আশ'আরী বছরায় মানুষের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি জাহান্নামের আলোচনা করছিলেন। অতঃপর তার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে মিম্বরের উপর পড়তে শুরু করল। আর সেদিন উপস্থিত সকল মানুষ প্রচুর পরিমাণে কান্না করেছিল'।[৮]

(৫) হাসানকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনার অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করার কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি ভয় করি যে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় কিনা। কেননা জাহান্নাম কোন পরওয়া করবে না।[৯]

(৬) আমিনা বিনতে ওয়াররি' ছিলেন ইবাদাতগুযার বান্দী। যখন জাহান্নামের কথা স্মরণ করতেন তখন বলতেন, তোমাদেরকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে, তোমাদের খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান হবে উত্তপ্ত আগুনের। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কান্না শুরু করেন। আর যখনই তিনি জাহান্নাম ও জাহান্নাম বাসীদের অবস্থা বর্ণনা করতেন, তখন নিজে ক্রন্দন করতেন ও উপস্থিত নারীদেরও ক্রন্দন করাতেন'।[১০]

(৭) একদা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয চুপ থাকলে লোকেরা তাকে বলল, আপনার কি হয়েছে হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বললেন, আমি চিন্তা করছিলাম জান্নাতীদেরকে নিয়ে যে, কিভাবে তারা সেখানে ঘুরে বেড়াবে। আর যখন জাহান্নামীদের নিয়ে চিন্তা করলাম, তখন ভাবলাম কিভাবে জাহান্নামবাসীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে। অতঃপর তিনি ক্রন্দন শুরু করলেন'।[১১]

(৮) আবু মা'শার বলেন, আমরা ক্বারী আবু জাফরের সাথে কোন এক জানাযায় ছিলাম। হঠাৎ তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, যায়েদ ইবনু আসলাম আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসীরা শ্বাস নিতে পারবে না। আর এ জিনিসটিই আমাকে কাঁদিয়েছে'।[১২]

কবর যিয়ারতকালে এবং কবরবাসীর অবস্থা স্মরণে ক্রন্দন :

(১) ওছমান (রাঃ)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস হানী বলেন, ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন খুবই ক্রন্দন করতেন। এমনকি তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, জান্নাত-জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হলে আপনি ক্রন্দন করেন না। অথচ এই ক্ষেত্রে আপনি এত কাঁদছেন কেন? তখন ওছমান (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আখিরাতের মানযিলসমূহের প্রথম মানযিল হ'ল কবর। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পেয়ে যাবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে না তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো কঠিন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি এমন কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি যার থেকে কবর ত্রাসজনক নয়'।[১৩]

(২) ইবনু ওমর (রা.)-এর ক্রীতদাস নাফে' উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল কেন আপনি কান্না করছেন? তিনি উত্তর বললেন, আমার সা'দ ইবনু মুয়ায ও তাঁর কবরের কষ্টের কথা স্মরণ হয়েছে'।[১৪]

(৩) ছাবেত আল বুনানী একদা কবরস্থানে গিয়ে কান্নাকাটি করলেন এবং বললেন, তাদের দেহগুলো পচে গেছে কিন্তু তাদের পরীক্ষা সমূহ রয়ে গেল। অঙ্গীকার নিকটবর্তী এবং সাক্ষাৎ সুদূর পরাহত'।[১৫]

(৪) হুসাইন আল-জা'ফী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি খননকৃত কবরের নিকটে আসলেন। অতঃপর কবরের দিকে তাকিয়ে প্রচুর কান্নাকাটি করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তুমি আমার প্রকৃত ঘর। আল্লাহ্র শপথ! যদি আমি সক্ষম হ'তাম তাহ'লে তোমার মধ্যেই থাকতাম'।[১৬]

(৫) মাইমুন বিন মিহরান হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের সাথে কবরস্থানে গেলাম। অতঃপর যখন তিনি কবরগুলোর দিকে তাকালেন, তখন ক্রন্দন করলেন। তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, এগুলো আমার পিতৃপুরুষ বনু মারওয়ানের কবরস্থান। তারা দুনিয়াবাসীর আনন্দ ও জীবিকায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তুমি তাদের ধ্বংসস্তুপ দেখতে পাচ্ছ। তাদের অঙ্গ বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। তাদের দেহগুলোতে দ্বিপ্রহরের সময়ও পোকামাকড় আপতিত হয়েছে। অথচ তাদের করার কিছুই নেই। অতঃপর তিনি কান্না-কাটি করলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন তিনি বললেন, চলো। আল্লাহ্র কসম! আমি জানিনা এই কবরগুলি আল্লাহ্র নে'মত প্রাপ্ত হয়েছে, না আযাব প্রাপ্ত হয়েছে'।[১৭]

(৬) আবু আছেম ইবনু হীতী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি'র সাথে হাটছিলাম। অতঃপর

৭. তারীখু ক্বযাতিল আন্দালুসি, আবুল হাসান আলী আন্দালুসী (বৈরূত: দারুল আফাক্বিল জাদীদাহ ১৯৮৩ খৃ./১৪০৩ হি.) ১/৯৬ পৃ.।
৮. আত-তাখবীফু মিনান্নার, যায়নুদ্দীন আব্দুর রহমান হাম্বলী (দিমাশক্ব : দারুল বায়ান ১৯৮৮ খৃ./২৪০৯ হি.) ১/৪৪ পৃ.; আররিক্বাহ ওয়াল বুকা, ইবনু আবিদ্দুনিয়া (বৈরূত : দারু ইবনু হযম) হা/৫৭, পৃ. ১/৫৭।
৯. আল-যাওয়াবুল কাফী, ইবনুল কাইয়িম জাওযী, (মরক্কো : দারুল মা'রেফাহ ১৯৯৭ খৃ./১৪১৮ হি.) ১/২৮ পৃ.।
১০. শো'আবুল ঈমান, হা/৯৩১, ২/৩০০ পৃ.; ছিফাতুছ ছফওয়া, জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ জাওযী (মিসর : দারুল হাদীছ ২০০০ খৃ./১৪২১ হি.) ২/৩৫৮ পৃ.।
১১. আত-তাখবীফু মিনান্নার, ১/১৩২ পৃ.; আররিক্বাহ ওয়াল বুকা হা/৬৪, ১/৭১ পৃ.।
১২. তারীখু দিমাশক্ব, আবুল কাসেম ইবনু আসাকির, ৬৫/৩৫৯ পৃ.।
১৩. তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২ 'ঈমান' অধ্যায়।
১৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৯৯ পৃ.; তারীখুল ইসলাম ৭/৪৮৯ পৃ.।
১৫. আল-বুহূরুয যাখেরাহ, সুলায়মান নিসাপুরী ১/৩৮১ পৃ.।
১৬. আহওয়ালুল কুবুর যায়নুদ্দীন বাগদাদী (মিসর : দারুল গাদ্দিল জাদীদ ২০০৫ খৃ./১৪২৬ হি.) ১/১৪০ পৃ.।
১৭. হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/২৬৯ পৃ.।

আমরা একটি কবরস্থানে পৌঁছলাম। তখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু আছেম! তাদের নিরবতা যেন তোমাকে ধোকায় না ফেলে। কেননা তাদের কেউ কেউ কবরের মধ্যে আনন্দিত, আবার কেউ কেউ উদ্বিগ্নতার মধ্যে আছে'।[১৮]

ছাহাবীদের স্মরণ করে কান্নাকাটি করা : হাকেম বলেন, আমি আলী বিন আবী তালেবের এক যুগের কিছু সময় সাহচর্য পেয়েছি। আর আমি শুনতাম যে, যখনই তিনি ওছমান (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করতেন, তখনই আহা শহীদ! বলতেন এবং ক্রন্দন করতেন। আর আয়েশা (রাঃ)-এর কথা স্মরণ হলে বলতেন, আহা সত্যবাদীর মেয়ে সত্যবাদিনী! আহা রাসূলের প্রিয়তমা স্ত্রী। অতঃপর তিনি ক্রন্দন করতেন'।[১৯]

আল্লাহ্র অবাধ্যতায় ক্রন্দন : ছালেহ মুহাম্মাদ তিরমিযী জাহমিয়া ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি মদ বিক্রি করতেন এবং তা পানের বৈধতা দেন। আর ইহসাক ইবনে রাহবী যখন তার কথা স্মরণ করতেন, তখন আল্লাহ্র প্রতি তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে ভীত হয়ে ক্রন্দন করতেন'।[২০]

ছিয়াম ও ক্বিয়ামের সাথে সম্পর্কহীনতায় ক্রন্দন করা : আমের বিন ক্বায়েস যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন তিনি কান্না করতে আরম্ভ করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে কিংবা হায়াত বৃদ্ধির লোভে ক্রন্দন করছি না। বরং আমি ক্রন্দন করছি দ্বিপ্রহরের প্রবল তৃষ্ণা (ছিয়াম পালন) ও শীতের রাতের ছালাতের সুযোগ হারানোর জন্য'।[২১]

ক্বিয়ামত দিবসে একত্রিত না হওয়ার ভয়ে ক্রন্দন : ফুযাইল বিন আইয়ায বলেন, আমার ছেলে আলীকে ক্রন্দন করতে দেখে আমি তাকে বললাম, 'হে বেটা! কি কারণে তুমি কাঁদছ? তখন সে বলল, আমি ভয় করছি যে, ক্বিয়ামত আমাদেরকে একত্রিত করবে কি না'।[২২]

বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ক্রন্দন : আব্দুল্লাহ বিন ফারুখ একজন সৎ, পরহেযগার এবং সত্যবাদী ছিলেন। রূহ বিন হাতেম আল-মাহলাবী তাকে বিচারক নির্বাচন করেন। তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, তোমরা আমার প্রতি দয়া কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। পরে তাকে বিচারকের পদ হ'তে অব্যাহতি দেওয়া হয়'।[২৩]

ছাহাবীদের মধ্যকার বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে ক্রন্দন করা : ইয়াহইয়া বিন আদম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শারীককে বলতে শুনেছি, যে তিনি বলতেন, আমি ইব্রাহীম বিন আদহামকে আলী এবং মু'আবিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কান্না করলেন। তখন তাকে আমার প্রশ্নের জন্য লজ্জিত হলাম। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করলেন এবং বললেন, যে তার নিজের ব্যাপারে জানে, সে অন্যদের থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়। আর যে তার রবকে জানে, সে সমস্ত কিছু থেকে তার রবের দিকে ফিরে যায়'।[২৪]

দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভয়ে ক্রন্দন : আত্বা আল-খাফফাফ বলেন, আমি যখনই সুফিয়ান ছাওরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি তখনই তিনি ক্রন্দন করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বলতেন, কুরআনে বর্ণিত 'দুর্ভাগ্যবান' ব্যক্তিদের মত আমি হয়ে যাই কিনা এই ভয়ে ক্রন্দন করি'।[২৫]

জান্নাতের দরজা বন্ধ হওয়ার ভয়ে ক্রন্দন : যখন উম্মে ইয়াস বিন মু'আবিয়া মৃত্যুবরণ করেন, তখন ইয়াস কান্না শুরু করেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার দু'টি দরজা খোলা ছিল। কিন্তু একটি বন্ধ হয়ে গেল'।[২৬]

জামা'আতে ছালাত নষ্ট হওয়ার জন্য ক্রন্দন : মুহাম্মাদ মুবারক আস-সূরী বলেন, আমি সাঈদ বিন আব্দুল আযীযকে দেখেছি, যখন তার জামা'আতে ছালাত ছুটে যেত, তখন তিনি ক্রন্দন করতেন'।[২৭]

আল্লাহ্র আদেশের প্রতি মানুষের অবহেলার জন্য ক্রন্দন : জাফর বিন সুলায়মান বলেন, আমরা অসুস্থ আবী তাইয়াহকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি বলেন, এখানকার সময়ে কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয় যে, যখন সে মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র কোন আদেশের প্রতি অবহেলা দেখতে পাবে, তখন সে আমলটাই বেশী বেশী করবে। অতঃপর তিনি ক্রন্দন করলেন'।[২৮]

কাফেরদের বিপক্ষে মুসলিমদের জয়ে খুশীতে ক্রন্দন : যখন স্পেন বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালেকের নিকট বার্তাবাহক আসলো তিনি ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহ্র জন্য দীর্ঘ সিজদা করেন, তার প্রশংসা করেন এবং ক্রন্দন করেন'।[২৯]

নিজের অক্ষমতার জন্য ক্রন্দন : কৃতদাস উৎবা ছিলেন খুবই বিনয়ী, আল্লাহ্র প্রতি অনুগত্যশীল এবং একনিষ্ঠ বালক। আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ বলেন, আমি উৎবাকে বললাম, সে যেন তার নিজের প্রতি রহম করে। তখন সে ক্রন্দন করল এবং বলল, আমি তো আমার অক্ষমতার জন্য ক্রন্দন করি'।[৩০]

[ক্রমশ]

*[**লেখক :** ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]*

১৮. আহওয়ালু কুবূর ১/১৩৯; আল-কুবূর, ইবনু আবিদ্দুনিয়া, ১/৪৬ পৃ.।
১৯. তারিখুল ইসলাম ২৬/১২২; আল-অফী ১২/২৬৬ পৃ.।
২০. তারিখুল ইসলাম ১৭/৯৭ পৃ.।
২১. আয-যুহদ ওয়ার-রাক্বায়েক্ব, আবু আব্দুর রহমান আল-মারয়াযী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) হা/২৮০, ১/৯৫ পৃ.।
২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৪০৭ পৃ.।
২৩. তারিখুল ইসলাম ১১/২১৫ পৃ.।
২৪. তারিখুল ইসলাম ১০/৫৭ পৃ.।
২৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৬৪৩, তারিখুল ইসলাম ১০/২৩৩ পৃ.।
২৬. হিলইয়াতু আউলিয়া ৩/১২৩, তারিখুল ইসলাম ৮/২৩ পৃ.।
২৭. তারিখুল ইসলাম ১০/২২০ পৃ.।
২৮. তারিখুল ইসলাম ৯/৩০৯ পৃ.।
২৯. তারিখুল ইসলাম ৬/৫০০ পৃ.।
৩০. তারিখুল ইসলাম ১০/৩৪৯ পৃ.।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস : কিছু কথা

-আহসান শেখ

ভূমিকা : গত জুলাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে দেশ উত্তাল ছিল। সে আন্দোলনে শত শত ছাত্র-যুবক এমনকি অনেক সাধারণ লোকজন তৎকালীন হাসিনা সরকারের পুলিশদের গুলিতে আহত ও নিহত হয়। অবশেষে ছাত্র-জনতার ১ দফা আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট সোমবার গণঅভ্যুত্থান হয়। এতে সাড়ে ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা কর্তৃত্ববাদী স্বৈরশাসক হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও পতন হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন : হাসিনা সরকারের পদত্যাগের সাথে সাথেই শ্রেণী-পেশা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। অতঃপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। যেখানে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মাদ ইউনুস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা হন। ০৮ আগস্ট রাতে রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টাসহ প্রথমে ১৬ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ করে তাদের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ড. ইউনুসের নেতৃত্বে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় যার মাধ্যমে দেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির অবসান ঘটে। আবারও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অটুট অবিচল রেখে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংস্কারের কাজ শুরু হয়। শুরু থেকেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনে হাসিনা সরকারের পতন ও নতুন অন্ত র্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশে পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে। সম্প্রতি ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাসিনার সরকারের পতন ও ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার মাস পার হ'তে চলেছে।

কিছু পরামর্শ ও দাবী : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ থাকবে বিগত ১৫ বছরে খুন-গুম হত্যাকাণ্ড দুর্নীতিতে স্বৈরাচারী হাসিনা সহ আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রদের মধ্যে যারা বিদেশে পালিয়েছে তাদেরকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে ট্রাইবুনালে বিচার করা। বিপ্লব বা জুলাইয়ের ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ বা বেহাত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। অন্ত র্বর্তীকালীন সরকার ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের উচিৎ হবে মবতন্ত্র/মবোক্রেসি বা মব উস্কানি ঠেকানো। নিম্নে কিছু পরামর্শ ও দাবী তুলে ধরা হল।

(১) সংস্কার কমিশনের কাজ দ্রুত শেষ করা : ড. মুহাম্মাদ ইউনুস রাষ্ট্র সংস্কারে প্রথমে ৬ টি কমিশন গঠনের কথা বলেন। সেই ৬ কমিশন হ'ল সংবিধান সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন, পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। পরে আরও চারটি সংস্কার কমিশন (স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকার ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন) সহ মোট ১০ টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে কমিশনগুলো। সংস্কার কমিশনের সদস্যদের দেওয়া রিপোর্টগুলো স্বচ্ছতার সাথে গ্রহণ করা এবং উত্তম পন্থায় সমাধান করতে হবে।

(২) দীর্ঘ মেয়াদে সংস্কার ধরে রাখা : দীর্ঘ মেয়াদে সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে জনসমর্থন ধরে রাখতে হবে অন্ত র্বর্তী সরকারকে। এ জন্য ধীরগতিতে হলেও সরকার যে কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পেরেছে, তা দেখাতে হবে। দৈনন্দিন কাজের গতি বাড়াতে অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত হবে উপদেষ্টার সংখ্যা আরও বাড়ানো। কারণ বর্তমানে কিছু উপদেষ্টা একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন, যা তাঁদের উপর বাড়তি চাপের কারণ হতে পারে। আরেকটি বিষয় হ'ল, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে উপদেষ্টার দায়িত্বে আনা।

(৩) দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকানো : ভয়েস অব আমেরিকা, বাংলার এক জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে খারাপ করছে অথবা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত আছে। জরিপে দেখা গেছে, ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, চাল, মাছ, সবজি, ডিম, মাংস, তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমাতে অন্তর্বর্তী সরকার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে খারাপ করেছে। এতে জনজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাই দ্রুত এর কার্যকরী সমাধান করা।

(৪) মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা : মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। এর মধ্যে একটি হ'তে পারে রাষ্ট্রীয় সেবাদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে গেঁড়ে বসা দুর্নীতি মোকাবিলা। সরকার উচ্চ মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে পারলে জনজীবনে স্বস্তি ফিরবে। পুলিশকে সড়কে ফেরাতে পারলে ঢাকার তীব্র যানজট মোকাবিলায় তা কাজে লাগবে। বাসাবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্থনীতির জন্য যেমন আশীর্বাদ হ'তে পারে, তেমনি এতে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

(৫) ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা : মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার কীভাবে করা হবে, অন্তর্বর্তী সরকারকে এ বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেটা সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময়ে হওয়া মামলা ও শেখ হাসিনার শাসনামলে পুরোনো মামলা উভয় ক্ষেত্রে করতে হবে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে এই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। তবে মামলার নেপথ্যে রাজনীতি রয়েছে, এমন অভিযোগও উঠতে পারে। এসবের সঙ্গে দ্রুত বিচার করার যে দাবি উঠেছে, তার ভারসাম্য রক্ষার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষকে যুক্ত করলে সেটা হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। ভাল-মন্দ মিলিয়ে অতীত যে অভিজ্ঞতা, সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এসব মামলার বিচার করতে হলে ১৯৭৩ সালের যে আইনে এই ট্রাইব্যুনালের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল, সেই আইনে সংস্কার আনতে হবে। এই ট্রাইব্যুনালে অন্তত একজন আন্তর্জাতিক বিচারক রাখতে হবে। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে জাতিসংঘের সমর্থন অব্যাহত রাখা উচিত। এ ছাড়া পর্যাপ্ত প্রমাণাদি ছাড়া ঢালাও মামলায় যাতে কাউকে গ্রেপ্তার করা না হয়, সে ব্যাপারে পুলিশকে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, সরকারের উচিত হবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে কথিত 'শুদ্ধি অভিযান' চলছে, তার লাগাম

টেনে ধরার চেষ্টা করা। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখা যাচ্ছে, শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল এমন অভিযোগে অনেককে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশোধপরায়ণ এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হয়েছে, সেটা সবার কাছেই বোধগম্য। কিন্তু এতে যেটা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, যা অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। আর এসব পদে নতুন করে যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের কারণেও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। এতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

(৬) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুশৃঙ্খল রাখা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়তে হয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। গত ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে পুলিশের অনুপস্থিতি এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ছিনতাই, ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড জনমনে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও উত্তরায় প্রথম দিকে ঘন ঘন ডাকাতির খবর পাওয়া যায়। পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় হলে সাম্প্রতিক সময়ে এসব ডাকাতি-ছিনতাই অনেকাংশে কমে এসেছে।

(৭) দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা : অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শতাধিক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাদের প্রায় সবার ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।

(৮) রাষ্ট্রীয় তিনটি স্তম্ভ ঠিক রাখা : রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ। সর্বাগ্রে জনকল্যাণমূলক আইনের ফার্স্ট অপশন হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত আইন। কেননা সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আইনই কল্যাণকর। একটি ঘড়ি যেমন আর একটি নষ্ট ঘড়িকে ঠিক করতে পারে না, তেমনি সৃষ্টি মানুষ অন্য মানুষের জন্য সঠিক আইন দিতে পারে না।

বিগত দিনের অবিচার, বিচারহীনতা, বিরোধীপক্ষকে হয়রানি, নামে-বেনামে মামলা, গায়েবি মামলা, বিচারকদের রাজনীতি, মামলার জটসহ বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে সবার আগে দরকার সেপারেশন অব পাওয়ার। বিচারকদের বিচারিক কাজ মনিটর করার জন্য মনিটরিং সেল তৈরি করা। বর্তমান আইন কমিশনকে ঢেলে সাজানো। বিচারকদের বিচারিক কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিচারক বৃদ্ধি, বিচার কার্যালয় বৃদ্ধি, রিমোট হিয়ারিং সিস্টেমের ব্যবস্থা, আদালতে আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, বিচারকদের আধুনিক ট্রেনিং দেয়া এবং আদালতপাড়ায় দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা। দল-মত নির্বিশেষে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা না গেলে রাজনৈতিক যে সরকারই ক্ষমতায় আসবে তারাও ঠিক তাদের পূর্ববর্তীদের মতো বিচার বিভাগের গলা চেপে ধরবে, আর সাধারণ জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে।

(৯) স্থাপনার নাম পরিবর্তন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বেশকিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম ইতোমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। সাভারের 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের' নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাম পরিবর্তনের কার্যক্রম শুরু করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ওই প্রতিষ্ঠানের নাম করা হয় জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। এরইমধ্যে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর'-এর নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল', গাজীপুরের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে'র নাম পরিবর্তন করে 'গাজীপুর সাফারি পার্ক' নামকরণসহ শেখ মুজিব, শেখ হাসিনাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। সাথে সাথে বাকী নাম গুলোও পরিবর্তন করতে হবে।

(১০) দেশকে স্থিতিশীল রাখা : চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার ও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবর নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। 'ইসকন'কে বাংলাদেশে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' ঘোষণা করতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি যেকোনো সহিংসতা বা অসহিষ্ণুতা এবং নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের উচিৎ হবে দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় আধিপত্যবাদী ও মবোক্রেসি কারীদের থেকে মুক্ত রাখা।

(১১) শিক্ষা খাত সমৃদ্ধ করা : শিক্ষা খাত বাংলাদেশের দুর্বলতম খাতগুলোর অন্যতম। এই খাতে বাজেট বরাদ্দ তলানিতে। কয়েক দিন পরপর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে কাটাছেঁড়া চলেছে। শিক্ষার নিম্নমান, দলীয় পরিচয়ে অযোগ্য-অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং ব্যবসা, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, কারিগরি শিক্ষার অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যার কারণে শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী। তাই এই সরকারের উচিত হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি বন্ধ করা, মেধাবীদের মূল্যায়ন করা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, মেধা পাচার বন্ধ, ব্যবসায়িক শিক্ষার প্রসার, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক করা, সত্যিকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন দলের পরামর্শে শিক্ষা, সিলেবাস, দলীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তি আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা। পাশাপাশি গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষকদের ট্রেনিং, আধুনিক অবকাঠামো বৃদ্ধি, প্রয়োজনে অনলাইন ক্লাস চালু করা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা।

(১২) চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা : দেশে মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যাও বিদ্যমান। আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যরূরী। প্রতিটি যেলা শহরে আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা, সরকারিভাবে সম্ভব না হলেও বেসরকারি উদ্যোগে বড় ও সর্বাধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা। যতটা সম্ভব বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ করা না গেলেও প্রাইভেট চিকিৎসার একটি ফী কাঠামো তৈরি করা, রোগীকে অহেতুক হয়রানি না করা, বিনা প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংস্কৃতি বন্ধ করা, চিকিৎসাব্যয় কমানো, চিকিৎসকদের জবাবদিহির আওতায় আনা, কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করা, রোগীদের ডাটাবেজ তৈরি ও সমন্বয়ের স্বার্থে রেকর্ড শেয়ার করা। এ জন্য একটি টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে।

উপসংহার : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান মানুষের মনে নতুন স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছে। এ স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিতে হ'লে সরকারকে যুগান্তকারী কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা এই সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এটাই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা।

[শিক্ষার্থী বিবিএ, ৩য় বর্ষ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বি আই ইউ, ঢাকা]

মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলী বর্বরতা

-ওমর ফারুক

উপস্থাপনা : বর্বর ইস্রায়েল ফিলিস্তীনবাসীর উপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। চলছে অবিরাম গুলিবর্ষণ। পিশাচগুলো নিরাপত্তা তাঁবুতেও দুই হাযার পাউণ্ডের বোমা ফেলেছে। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের রাস্তায় পুড়ে যাওয়া ফিলিস্তীনী মানুষ, পোড়া তাঁবু, লাশের স্তূপ। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ধুলায় দিশাহারা জীবিতরা তাদের ছোট বাচ্চাদের প্রাণহীন লাশ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তারা এমনই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলেও পুরো বিশ্ব নীরব দর্শকের ভূমিকায়। মনে হয়, নিরীহ ফিলিস্তীনীদের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের কোন অধিকারই নেই। একই কাজ তারা নির্বিবাদে করে যাচ্ছে লেবানন কিংবা সিরিয়াতেও।

ইস্রায়েলের পরবর্তী টার্গেট : উত্তর গাযায় ইস্রায়েলের পরিকল্পনা সফল হলে দক্ষিণ লেবানন হবে পরবর্তী টার্গেট। এরপর রয়েছে গোলান মালভূমির দেশ সিরিয়া। ইস্রায়েলের তাদের সীমান্তবর্তী দেশগুলোর জমি দখলের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় তারা জেরুজালেম থেকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক পর্যন্ত তাদের সীমানা বিস্তৃত করে ফেলবে।

বিশ্ব নেতাদের নিন্দা ও সংযমের আহ্বানে দায় শেষ : বিগত দশকের পর দশক ধরে আমরা দেখে আসছি যে, দখলদার ইস্রায়েলের হামলার পরপরই বিশ্ব নেতারা তীব্র নিন্দা জানায়। একই কাজ করে মুসলিম রাষ্ট্র কাতার, সউদী আরব, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, মিশর, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশের নেতারা। আর এখানেই তাদের দায় শেষ। অতঃপর আহ্বান করা হয় ওআইসি ও আরব লীগের সম্মেলন। কিন্তু তারা ইস্রায়েলের আগ্রাসন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কড়া হুঁশিয়ার জানাতে ব্যর্থ। সত্যিকার অর্থে সকল মুসলিম দেশের সমন্বয়ে যদি সাহসিকতার সাথে প্রতিবাদী হ'ত, তাহ'লে ইস্রায়েলের অবৈধ অদিবাসীরা পালানোর জায়গা খুঁজে পাবেনা।

ফিলিস্তীনী স্বাধীনতা : ইতিমধ্যে জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য দেশের মধ্যে প্রায় ১৪৪টি দেশই ফিলিস্তীনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। এখনও অনেক দেশ স্বাধীনতা দিতে চাইলেও বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ও এর ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশগুলো কারণে পারেনা। তারা সকলেই জানে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য এই স্বাধীনতা খুবই প্রয়োজন। গাযা উপত্যকায়, সিরিয়া, ইয়েমেনে ইস্রায়েলী বাহিনীর লড়াই চলছে। আর এটাকে পশ্চিমারা ট্রামকার্ড হিসাবে দেখছে। এই কার্ড তারা নষ্ট হ'তে দিতে চায় না।

আইসিজেতে ফিলিস্তীন : ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (আইসিজে)-তে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে ইস্রায়েলী দখলদারীর অবসান সম্ভব। ইতিহাস বলে, যেমন পরিস্থিতিই হোক ইহূদী বসতি স্থাপনকারীদের সরিয়ে নিতে বাধ্য। ফ্রান্স ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া থেকে ১০ লাখের বেশী বসতি স্থাপনকারীকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। আলজেরিয়ায় বসতি স্থাপনকারীরা শুধু যে সংখ্যায় বেশী ছিল তা নয়, এখন অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ইহূদী বসতি স্থাপনকারীদের চেয়ে তারা বেশী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রই যখন টেকসই সমাধান : পূর্ণ সার্বভৌমত্বের সঙ্গে পুরো পশ্চিম তীর এবং গাযা নিয়ে গঠিত একটি ফিলিস্তীনী রাষ্ট্র। এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে প্রত্যেক ফিলিস্তীন বাসী। যার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে আট দশক ধরে চলা মানবসৃষ্ট সংকটের অবসান ঘটতে পারে। মুসলিম বিশ্ব থেকে উদ্ভূত বেশীর ভাগ অস্থিরতার এখন একটিই মূল কারণ, ফিলিস্তীনীদের তাদের মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক দখল ও উচ্ছেদ।

১৯৪৮ সাল থেকে এ অঞ্চলে তিনটি যুদ্ধ হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আরব দেশগুলো বা পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যে এ সংকটের স্থায়ী সমাধান খোঁজার খুব একটা আগ্রহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র দালাল হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্যগুলো সন্দেহজনক হয়ে ওঠে যখন তার কংগ্রেস থেকে ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষার জন্য নির্লজ্জ সমর্থন পাশাপাশি উচ্চারিত হ'তে থাকে। এ দ্বিমুখী আচরণ এ প্রচেষ্টাকে মিথ্যা প্রমাণ করে।

ইস্রায়েলের জন্য বাস্তবতা হচ্ছে ফিলিস্তীনী জনগণ, যারা ওই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। সেখানে ৭০ লাখ ফিলিস্তীনী (পশ্চিম তীরে ৩০ লাখ, গাযায় ২০ লাখ এবং খোদ ইস্রায়েলে ২০ লাখ), সেখানে ইস্রায়েলে ৭০ লাখ ইহূদী ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে। ফিলিস্তীনীদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী (বার্ষিক প্রায় ২ শতাংশ বনাম ইহূদী জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১.৫ শতাংশ) এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে দুই দশকের মধ্যে ফিলিস্তীনীরা সংখ্যায় ইস্রায়েলিদের ছাড়িয়ে যাবে।

এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ইস্রায়েল কোথায় বিতাড়িত করবে? জর্ডান বা মিসর নয়। উপসাগরীয় আরব বা সউদী আরব কখনোই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের সীমান্ত খুলে দেবে না। ফিলিস্তীনীদের এ ভূখণ্ডের মধ্যে স্থান দিতে হবে এবং নাগরিক হিসেবে পূর্ণ সম্মান ও অধিকার দিতে হবে। এ অধিকারগুলো তাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পর হবে নাকি পূর্ণ নাগরিক হিসেবে ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে থেকে হবে, তা ইস্রায়েলি নেতাদের সিদ্ধান্ত। ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এখন থেকে তাদের এ বিবেচনা করতে হবে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলের প্রধান সমর্থক ও অর্থদাতা, যা দেশে ও বিদেশে ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা জোরদার করে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র সৎ দালালের ভূমিকায় থাকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের ওপর লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ইস্রায়েলকে বাধা দেয়নি। পশ্চিম তীর ও গাযার ওপর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব থাকবে এমন ফিলিস্তীনকে ইস্রায়েল কখনোই মেনে নেবে না, আর তার সমর্থন যুক্তরাষ্ট্র দিতে বাধ্য থাকবে যত দিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ইস্রায়েলের পেছনে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশে মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা রয়েছে এবং কয়েক দশক

ধরে ইস্রায়েল তার ফিলিস্তীনী জনগণের সঙ্গে ভয়াবহ আচরণ তারা দেখে আসছে। গাযা এবং পশ্চিম তীরের মানবেতর পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বেশীসংখ্যক লোক জানে এবং প্রতিদিন সেখানকার নৃশংসতা দেখছে, তারা আরও বেশী করে শান্তির আহ্বান জানাচ্ছে, যা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ন্যায়সংগত। অপরপক্ষে আরব দেশগুলো ইস্রায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখালেও নিজ নিজ দেশের জনগণ তাদের শাসকদের চেয়ে ফিলিস্তীনীদের পক্ষেই বেশী সম্পৃক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসা ও পুঁজিপতিদের খেল : জেমস সাইফারের 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব সিস্টেমেটিক ইউএস মিলিটারিজম' পড়ার আগে আরও কিছু জ্ঞান থাকলে ফিলিস্তীনী সমস্যা বুঝতে সুবিধা হবে। এই জ্ঞান মার্ক্সীয় দর্শনে পাওয়া যাবে। 'পুঁজি পুঁজির মালিককে আরও পুঁজি আহরণে তাড়িত করে' কার্ল মার্ক্সের এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে মার্কিনীদের ক্রমবর্ধমান অস্ত্র ব্যবসার রহস্য। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তি মালিকানায় পুঁজির অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ২০টি বহুজাতিক কোম্পানীর ১৬টির মালিক মার্কিনীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকেই অস্ত্র তৈরী ও অস্ত্রের ব্যবসায় যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। অস্ত্র ব্যবসায় পুঁজির বিনিয়োগ অনেক বেশী লাভজনক বলেই পুঁজিপতিরা এই খাতেই বিনিয়োগ করছেন। অস্ত্র ব্যবসার এই সাফল্য মার্কিন আধিপত্যের ভিত্তি মযবুত করেছে।

২০২২ সালের ৬ জুনের হিসাব অনুযায়ী ৮০টি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫০টি সামরিক ঘাঁটি এবং ১৫৯টি দেশে মোট ১ লাখ ৭৩ হাযার সেনা মোতায়েন আছে। এতে যে বিপুল পরিমাণ মানববিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার হয়, তার জোগানদাতা ব্যক্তি খাতে মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পমালিকরা। এই মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পমালিকরাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতা। পুঁজিপতিরাই সরকারপ্রধান বা সরকারকে প্ররোচিত করেন যুদ্ধ বাধাতে ও জিইয়ে রাখতে, আগ্রাসন চালাতে ও আগ্রাসন চালাতে সহায়তা করতে। কারণ তাঁরাই নিজের ও অন্য দেশের সরকারের কাছে এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে। সেই যুদ্ধ বা আগ্রাসন চালাতে গিয়ে যদি গর্ভবতী নারীকে, এমনকি শিশুকেও হত্যা করতে হয়, তাঁরা পিছপা হয় না। কারণ মুনাফার লোভে তারা উন্মত্ত।

ভুলতে বসেছে ফিলিস্তীন ইস্যু : ফিলিস্তীনীদের যন্ত্রণা, মৃত্যু এবং ধ্বংস বেশীর ভাগ সংবাদ মাধ্যমেই গুরুত্ব পায়না, কিংবা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। দুই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাধানের সব পথ বন্ধ করে দিয়ে ইস্রায়েল অ্যাপারথেইড রাষ্ট্র হিসেবে জেঁকে বসেছে। এভাবেই চলতে থাকবে, যুদ্ধও চলবে বিরতিহীনভাবে। ইস্রায়েল গত দুই দশকে যা করেছে, তা ফিলিস্তীন নিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। অ্যাপারথেইড নীতিতে শুধু ফিলিস্তীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়নি, সামরিক শক্তিনির্ভর ঔপনিবেশিক শক্তি ফিলিস্তীনের প্রতিটি ইঞ্চি দখল করার চেষ্টা করেছে।

ফিলিস্তীনীরা কখনোই মুছে যাবেন না : ফিলিস্তীনীরা কখনোই মুছে যাবেন না। এই অঞ্চলের অধিকাংশ ও সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এই বিষয় উপলব্ধি করেছেন এবং তারা ফিলিস্তীনীদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। বিশ্বের এসব প্রভাবশালী দেশ যাই ভাবুক না কেন, ফিলিস্তীনী জনগণ তাদের মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করে যাবেন। বিশ্বব্যাপী মানুষ ফিলিস্তীনের সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের সংগ্রামকে দেখবেন। বিশ্ববাসী ফিলিস্তীনকে দেখবেন একটি রাজনৈতিক গল্প, রাজনৈতিক দর্শন, চলমান রাজনৈতিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং ক্ষমতার ব্যবস্থা হিসেবে, যা কখনো বিশ্ববাসীর হৃদয় ও মন থেকে মুছে দেওয়া যাবে না। এটিই হবে সময়ের পরীক্ষা। স্বাধীনতা ও বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য যারা অনড় থাকছেন, তারা একদিন প্রভাবশালী যেসব দেশ বর্তমানে বিশ্বকে শাসন করছে ও ফিলিস্তীনকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, তাদের পরাভূত করবে।

ফিলিস্তীনীদের সংকট ও অস্তিত্বের লড়াই : ফিলিস্তীনে রয়েছে কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব, ফাতাহ-হামাস সহ অন্যান্য সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। হামাসের ফিলিস্তীনীদের জন্য রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠার সীমাবদ্ধতা এবং বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া, মধ্যপ্রাচ্যে দশকের পর দশক ধরে চলা যুদ্ধবিগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্রের ইস্রায়েলের যেকোনো কাজে অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ইউরোপের ভূরাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া ইত্যাদি হাযারটা কারণ এই সংকট সমাধানের পথে অচলাবস্থা তৈরী করেছে। ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সংকট যেখানে প্রতিদিন চেহারা বদলায়। এমন পরিস্থিতিতেও তারা তাদের অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এখন যে অন্ধকার ও বিষণ্ন সম্ভাবনা বিরাজ করছে, তাতে কি ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের জন্য কোনো আশা আছে? সংশয়ের কারণ নেই, পরিবর্তনের হাওয়া আসতে বাধ্য। নতুন প্রজন্ম এ মানসিকতা পরিবর্তন করবে। এভাবে চিরকাল চলবে না। অস্তিত্বের লড়াইয়ে যখন সকল আরব ও মুসলিম রাষ্ট্র একীভূত হবে, তখন মুসলমানদের পবিত্রভূমি জেরুজালেমের বিজয় আসবে। আফগানিস্তানে যেমন আমেরিকার বিরুদ্ধে তালেবানদের অভাবিত রক্তপাতহীন বিজয় এসেছে, কিংবা যেভাবে মাত্র ১২ দিনের ঝড়ো প্রতিরোধে দামেশকে বাশারের বিরুদ্ধে বিজয় এল সুন্নীদের, তেমনি একসময় মুক্তিকামী ফিলিস্তীনী জনতার বিজয় হবেই ইনশাআল্লাহ!

উপসংহার : ২০০১ সালে তালেবানের পতন ঘটাতে আমেরিকানদের কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল। আর আমেরিকানদের তাড়াতে তালেবানের লেগেছিল ২০ বছর। ২০০৩ সালের এপ্রিলে বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের মূর্তি নামাতে আমেরিকানদের লেগেছিল তিন সপ্তাহ। ইরাকে আমেরিকানদের যুদ্ধ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হতে লেগেছিল আরও আট বছর সময়। বর্তমানে মুসলিম সরকার প্রধানদের উচিত কুটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা। এতে কাজ না হ'লে ইস্রায়েলকে সবদিক দিয়ে বয়কট করতে হবে। আর এই যুদ্ধ বন্ধে সকল সাধারণ মুসলিমদের আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানাতে হবে। মনে রাখতে হবে এটা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। আল্লাহ ফিলিস্তীনী ভাইদের স্বাধীনতা দিন।-আমীন!

[শিক্ষার্থী, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

যালেমদের মর্মান্তিক পরিণতি

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর

[শেষ কিস্তি]

যালেমদের শেষ পরিণতি : প্রত্যেক জিনিস যার শুরু আছে, তার শেষ আছে। তেমনি প্রত্যেক শাসনকালের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। মেয়াদ শেষে পরিসমাপ্তি ঘটেমেএই সমাপ্তি কখনো মসৃণ হয়, কখনো হয় বেদনা বিধুর। যালেমদের উপর আল্লাহ্র শাস্তিও কখনো ধীরে ধীরে আসে। কখনো বা মহাগযব রূপে হঠাৎ আপতিত হয়। মহান আল্লাহ যালেমদের যুলুমের বিনিময়ে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করেন।

মাযলূম মুমিনদের ব্যাপারে যালেম শত্রুদের চিন্তা-ভাবনা কি? যে কোন পরিস্থিতিই মুমিনদের জন্য উত্তম। হয়তো গাযী। না হয় শহীদ। আমৃত্যু তারা আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে যাবে। আর যারা ইসলামী শরী'আহ থেকে বিমুখ হয়ে বহু দূরে সরে গিয়েছে, তাদের ব্যাপারে মুমিনদের দৃষ্টিভঙ্গি কি? হয়তো আল্লাহ তাদের নিজ ক্ষমতাবলে শাস্তি দিবেন, যেভাবে তিনি পূর্ববর্তী যালেমদের ধ্বংস করেছেন। নতুবা মুমিনদের হাতেই তাদের উদ্ধত ও হঠকারী আচরণের জন্য শাস্তি ভোগ করাবেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ যুগে যুগে একক কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধ বহু যালেমকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَعَادًا وَّثَمُودَ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ- وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ- فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ- 'আর আমরা 'আদ ও ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ী সমূহ তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদের অপকর্মগুলিকে শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করেছিল। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিয়েছিল। অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ ব্যক্তি'। 'আর (আমরা ধ্বংস করেছি) ক্বারূণ, ফেরাঊন ও হামানকে। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিল। তখন তারা যমীনে দম্ভ করতে থাকে। কিন্তু তারা (আমাদের শাস্তিকে) অতিক্রম করতে পারেনি'। 'অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আমরা তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম। ফলে তাদের কারু প্রতি আমরা প্রেরণ করেছিলাম প্রবল শিলাঝড়। কাউকে পাকড়াও করেছে প্রচণ্ড নিনাদ। কাউকে আমরা ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে। কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি। বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' *('আনকাবূত ২৯/৩৮-৪০)*।

আল্লাহ যে সকল যালেমদেরকে সমন্বিতভাবে ধ্বংস করেছেন, তাদের মধ্যে ছিল 'আদ ও ছামূদ জাতির লোকজন। ছিল কারূন, ফেরাঊন ও হামান। তাদের করুণ পরিণতি এবং ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর 'আদ সম্প্রদায়! তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করেছিল এবং বলেছিল, আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? অথচ তারা কি বুঝে না যে, আল্লাহ যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। এরপরেও তারা আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত' *(ফুছছিলাত ৪১/১৫)*।

যালেম ফেরাঊন ও তার দলের অত্যাচার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ- 'আর (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদেরকে ফেরাঊনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। যারা তোমাদের নির্মমভাবে শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবহ করত ও কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত। বস্তুতঃ এর মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ছিল এক মহা পরীক্ষা' *(বাক্বারাহ ২/৪৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ- 'যেমন কওমে ফেরাঊন ও তাদের পূর্বেকার লোকদের অবস্থা; তারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপাচার সমূহের কারণে তাদের পাকড়াও করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(আলে ইমরান ৩/১১)*।

এটিই হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের অন্যায় প্রভাব-কর্তৃত্ব ও হিংস্রতার শেষ পরিণতি। যুগে যুগে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ফেরাঊনের মত যালেম শাসকদের আবির্ভাব হয়েছে। তারা চেয়েছেন জনগণের রক্ত চুষে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন থাকবেন। কিন্তু কোন যালেমই চিরস্থায়ী হ'তে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন। আর আখেরাতে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শাস্তি তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছেই। যালেমরা শ্রেষ্ঠত্ব চায় ও মুমিনদের ইচ্ছাকে দমিয়ে

দিতে চায়। কিন্তু ফেরাঊনরা যা চায় আল্লাহ তা চান না। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

অত্যাচারী শাসক ক্বিয়ামতের দিন শৃংখলিত অবস্থায় উত্থিত হবে : ক্বিয়ামত ভয়ংকর এক বিভীষিকাময় দিবসের নাম। যার সম্মুখীন হ'তে হবে প্রত্যেক মানুষকে। সেদিনের লাঞ্ছনা আর অপদস্ততা হবে চূড়ান্ত পর্যায়ের। শাসক শ্রেণীর জন্য এ দিনটি হবে বড়ই ভয়ানক। শাসক মাত্রই সেদিন শৃঙ্খলিত অবস্থায় উত্থিত হবেন। মহাবিচারের পর হয়তো নাযাত পাবেন অথবা মর্মন্তুদ আযাবে নিপতিত হবেন। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً حَتَّى يُفَكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقَهُ الْجَوْرُ– 'যে ব্যক্তি দশ জন মানুষেরও শাসক নিযুক্ত হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন সে শৃঙ্খলিত অবস্থায় উত্থিত হবে। অতঃপর তার ন্যায়পরায়ণতা তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবে অথবা তার যুলুম তাকে ধ্বংস করবে'।[১]

আখেরাতে যালেমরা হবে নিঃস্ব-হতদরিদ্র : যারা মানুষের উপর যুলুম করেছে, মানুষের হক নষ্ট করেছে, অন্যায়ভাবে মানুষকে আঘাত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে মানুষের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে, তারা আখেরাতে হবে নিঃস্ব-হতদরিদ্র। কারণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দুনিয়ার জীবনের ভাল আমলের মাধ্যমে তাদের দ্বারা অত্যাচারিত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের জিজ্ঞাসা করে বললেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ– 'তোমরা কি জানো চূড়ান্ত নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সেই সাথে ঐ সকল ব্যক্তিরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারু সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে, কাউকে প্রহার করেছে কিংবা কাউকে হত্যা করেছে। তখন ঐ সকল পাওনাদারকে যালেমের নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐ সকল লোকদের পাপসমূহ এই যালেম ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২]

দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি যুলুম করে মানুষের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিবে, মানুষের কোন কিছু জোর করে দখল করে নেবে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন ঐ যালেমের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ– 'যে ব্যক্তি যুলুম করে কারও এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়, ক্বিয়ামত দিবসে সাত স্তর যমীন তার গলায় বেড়ী বানিয়ে দেওয়া হবে'।[৩] অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ– 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো কাছ থেকে যমীনের কোন অংশ দখল করে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন সাত স্তর যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে'।[৪]

যালেমরা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত : যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যারা সমাজের মানুষের উপরে যুলুম করে এবং আল্লাহ্র দ্বীনের কর্মীদের উপরে অত্যাচার করে, তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,– وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই'।[৫] অন্যত্র তিনি বলেন, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيرٍ– 'আর যালেমদের কোন বন্ধু নেই বা কোন সাহায্যকারী নেই' *(শূরা ৪২/৮)*।

যালেমদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দেন না। যারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়ছালা করে না, বরং আল্লাহ্র নির্দেশ ও বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আল্লাহ্র দ্বীনের

১. দারেমী হা/২৫১৫; মিশকাত হা/৩৬৯৭; ছহীহুত তারগীব হা/২১৯৮।

২. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।
৩. বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮।
৪. বুখারী হা/২৪৫৪; মিশকাত হা/২৯৫৮।
৫. বাক্বারাহ ২/২৭০; আলে ইমরান ৩/১৯২; মায়েদাহ ৫/৭২।

পথে যারা কাজ করে, তাদের উপরে অন্যায়ভাবে অত্যাচার-অবিচার করে তারা যালেম। আর আল্লাহ এসকল যালেমদেরকে হেদায়াত দান করেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,–وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ‘বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৮; আলে ইমরান ৩/৮৬)*।

আল্লাহ্র ভালবাসা হ’তে বঞ্চিত : আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ– ‘পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাসী হয়েছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে, তিনি তাদের প্রাপ্য পূর্ণভাবে প্রদান করবেন। বস্তুত আল্লাহ যালেমদের ভালবাসেন না’ *(আলে ইমরান ৩/৫৭)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ– ‘নিশ্চয়ই তিনি অত্যাচারীদের ভালবাসেন না’ *(শূরা ৪২/৪০)*।

যালেমদের দুর্ভোগ : দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ জীবন নয়, মৃত্যুর পরে আরও একটা পরকালীন জীবন আছে। সেখানেই আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার এই জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। এই বিশ্বাসটা যালেমদের অন্তরে থাকে না বিধায় তারা মনে করে, তাদেরকে কেউ পাকড়াও করতে পারবে না। অথচ তাদের যুলুমের কারণে সীমাহীন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই যুলুমের পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা পড়লে হৃদয় শিহরিত হয়, অন্তর বিগলিত হয়। যারা অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করবে তাদের দুর্ভোগ অনিবার্য। মহান আল্লাহ বলেন,–قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ‘তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো নিশ্চিতভাবে যালেম ছিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/১৪)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ– ‘অতঃপর তাদের কয়েকটি দল মতভেদ করল। সুতরাং যালেমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তির দুর্ভোগ’ *(যুখরুফ ৪৩/৬৫)*।

যালেমদের স্থায়ী ও মন্দ শাস্তি : পরকালীন জীবনে প্রত্যেক যালেম শাস্তির সম্মুখীন হবে। তারা শাস্তি থেকে কখনই রেহায় পাবে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ– ‘আর যালেমদের বলা হবে, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করো’ *(যুমার ৩৯/২৪)*। আর যালেমদের এই শাস্তি হবে স্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ‘অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। আর এটাই হ’ল যালেমদের কর্মফল’ *(হাশর ৫৯/১৭)*।

আর পরকালীন জীবনে যালেমদের জন্য মন্দ শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا– ‘আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় (পুঁজ-রক্ত) দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল’ *(কাহফ ১৮/২৯)*।

যালেমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি : যালেমদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক। মহান আল্লাহ বলেন,–إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(ইব্রাহীম ১৪/২২; শূরা ৪২/২১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– ‘অভিযোগ তো কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং জনপদে অন্যায়ভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(শূরা ৪২/৪২)*।

ক্বিয়ামতের দিন যালেমদের ভীত-সন্ত্রস্ততা : যারা যুলুমকারী তারা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট পাকড়াও হওয়ার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন, تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ‘তুমি যালেমদের সদা সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের কারণে। আর সেটি (শাস্তি) তাদের উপর আপতিত হবেই’ *(শূরা ৪২/২২)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ– ‘আর যদি যালেমদের নিকট পৃথিবীর সকল সম্পদ থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তথাপি তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হ’তে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে তা অবশ্যই দিয়ে দিবে। অথচ সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে তাদের জন্য এমন শাস্তি প্রকাশিত হবে, যা তারা কল্পনাও করেনি’ *(যুমার ৩৯/৪৭)*।

ক্বিয়ামতের দিন যালেমদের অনুশোচনা : যালেমরা যখন শাস্তি দেখবে, তখনই তাদের হুঁশ ফিরবে। এমতাবস্থায় তারা দুনিয়ায় ফিরে আসার পথ খুঁজতে থাকবে। কিন্তু তখন আর তাদের ফিরে আসার কোন পথ থাকবে না। মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ– ‘আর যখন যালেমরা আযাব

প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি দেখবে যে তারা বলবে, (দুনিয়ায়) ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি?' *(শূরা ৪২/৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً– 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি আমি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম! *(ফুরক্বান ২৫/২৭)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ– مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ– وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ– 'তুমি অবশ্যই একথা ভেবো না যে, যালেমরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন। তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে'। 'যেদিন ভীত-বিহ্বল অবস্থায় তারা দৌড়াতে থাকবে। নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার অবকাশ তাদের থাকবে না। আর তাদের হৃদয়গুলি হবে শূন্য'। 'তুমি মানুষকে ঐদিনের ভয় দেখাও, যেদিন তাদের কাছে আযাব এসে যাবে। আর যালেমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অল্প কিছু দিন সময় দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব। অথচ তোমরা কি ইতিপূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে না' *(ইব্রাহীম ১৪/৪২-৪৪)*।

যুলুমের সাহায্যকারী না হওয়া : দিবলোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যালেমরা ইহ ও পরকালীন উভয় জগতেই আল্লাহ্র শাস্তির সম্মুখীন হবে। সাথে সাথে হক ও বাতিলের পার্থক্য জানার পরও যুলুমে সাহায্যকারী ব্যক্তির জন্যও রয়েছে ধমকবাণী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ– 'যে ব্যক্তি নিজ বাতিলের মাধ্যমে হককে খণ্ডন করে কোন যালেমকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দায়িত্ব উঠে যায়'।[৬]

যুলুম থেকে আত্মরক্ষার উপায় : সমাজ ও দেশের অনেকেই ধর্মপ্রাণ হিসাবে দ্বীন-ধর্মে অগ্রগামী হ'লেও অন্যের উপর যুলুম-অত্যাচারে পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে সমাজের সহজ-সরল ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপর এলিট শ্রেণীর নিষ্পেষণ চলছে দেদারছে। যুলুম থেকে বাঁচার কার্যকরী উপায় হ'ল লোভ-লালসা, সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ থেকে আত্মসংবরণ করা। ধৈর্যশীলতা, জনসেবা, ধর্মীয় সেবা ও পরোপকারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা। হালাল ও বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে স্বল্প পানাহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রাপ্ত নে'মতের উপর আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রশংসা করা। কারু প্রতি যুলুম হ'লে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ– 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়। সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[৭]

উপসংহার : সীমাহীন অত্যাচার-অনাচারে মুক্তির পথ খুঁজে না পেলে আমাদের জন্য আদর্শ হ'তে পারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের জীবনী। মূসা (আঃ)-এর স্বজাতির উপর ফেরাঊনের অত্যাচার যখন সব সীমা অতিক্রম করেছিল, কোনভাবেই ফেরাঊনকে দমান করা সম্ভব হচ্ছিল না, সমুদ্রের ওপার থেকেও পাকড়াও করে বনী ইস্রাঈলকে পরাস্ত করবে বলে ঠিক করেছিল, ঠিক তখনি আল্লাহ তাকে এমনভাবে ডুবিয়ে মারলেন যে, তার লাশের সৎকারের জন্যও আশপাশে তার স্বপক্ষের কোন প্রাণী বেঁচে রইল না। আল্লাহ ফেরাঊনের শেষ পরিণতিকে করলেন বিশ্বের অত্যাচারীদের জন্য দারুণ সতর্কবাতা।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার-অবিচারের সব সীমা অতিক্রমের পরই আল্লাহ হিজরতের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বদর, ওহোদ, খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে মুশরিকদের সমূলে ধ্বংস করলেন। কারণ তাদের কৃতকর্ম ছিল যুলুম-নির্যাতনে ভরপুর। এসমস্ত ঘটনা প্রবাহে ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে যালেমদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অতএব সার্বিক জীবনে আমরা যেন যুলুম থেকে বিরত থাকতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[ক্রমশ]

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা (দক্ষিণ) ও প্রিন্সিপ্যাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ]

৬. হাকেম হা/৭০৫০; তাবারাণী কাবীর হা/১১২১৬; ছহীহাহ হা/১০২০।

৭. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।

সত্য বর্জনে যত অযুহাত

-নাজমুন নাঈম

আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় আল্লাহ মানবজাতিকে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাওয়ার পথ বাতলে দিয়েছেন। সাথে সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছাবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*। এরপর থেকে সব সময় একদল মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বাণী অনুসরণ করে কল্যাণের পথযাত্রী হয়েছেন। অন্য দল বিভিন্ন অযুহাতে সত্যকে এড়িয়ে তাগুতের অনুসারী হয়েছেন। অত্র প্রবন্ধে আমরা যুগে যুগে হক থেকে বিমুখ কাফের-মুশরিকদের কিছু অযুহাতের উপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. পূর্বপুরুষদের অনুসরণ : মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষের সম্পদ যেমন প্রাপ্ত হয়, তেমনি রক্ত কণায় তাদের মান-মর্যাদা, চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণের কিছু অংশ ধারণ করে। এটি মানুষের স্বভাবজাত, দোষের কিছু নয়। বিপত্তি বাধে তখনই, যখন মানুষ বাপ-দাদার থেকে প্রাপ্ত এই রীতি-নীতিকে হক-বাতিলের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে। যখন তারা বাস্তব প্রয়োজন ও দলীলের আলোকে সেগুলো গ্রহণ, বর্জন ও পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যের দলীলকৃত জমি দখলে রেখে বংশপরম্পরায় ভোগ করার মত তারা ভিত্তিহীন প্রচলিত শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার সমূহকে দ্বীনের বিধান হিসাবে পালন করে। তাদের সামনে কুরআন-হাদীছের দলীল উপস্থাপন করা হ'লে তারা বাপ-দাদার আমলের আলোকে তা বিচার করে এবং অহি-র বিধানের বিপরীত হ'লেও সেটাকেই আকড়ে ধরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ– 'আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে আমাদের জন্য তাই-ই যথেষ্ট, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখত না বা তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(মায়েদাহ ৫/১০৪)*।

মক্কার কুরায়েশরা পূর্বপুরুষদের থেকে চলে আসা মূর্তিপূজা আঁকড়ে ধরার কারণেই ইসলামের সুমহান আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-কে সকল দুঃখ-দুর্দশা থেকে সর্বদা ঢালের মত তাঁকে রক্ষাকারী চাচা আবু ত্বালিবও এই ধোঁকায় পতিত হয়ে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আবু ত্বালিবের মৃত্যুকালে আবু জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া প্রমুখ মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শিয়রে বসেছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুপথযাত্রী পরম শ্রদ্ধেয় চাচাকে বললেন, يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ–'হে চাচাজী! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি তার কারণে আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষ্য দান করতে পারি'। জবাবে আবু ত্বালিব বলেন, 'হে ভাতিজা! যদি আমার পরে তোমার বংশের উপর গালির ভয় না থাকত এবং কুরায়েশরা যদি এটা না ভাবত যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে এটা বলেছি ও তোমাকে খুশী করার জন্য বলেছি, তাহ'লে আমি অবশ্যই ওটা বলতাম'।[১] অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন আবু জাহল ও তার সহোদর বৈপিত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া বারবার তাঁকে উত্তেজিত করতে থাকেন এবং বলেন, أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ 'আপনি কি আব্দুল মুত্ত্বালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন'? জবাবে আবু ত্বালিবের মুখ দিয়ে শেষ বাক্য বেরিয়ে যায়, أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ– 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের দ্বীনের উপরে (মৃত্যুবরণ করছি)'।[২]

বর্তমান যুগেও অনেকে পূর্বপুরুষদের প্রচলিত সুন্নাতকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে পালন করে। তারা হাল চাষের সময় বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত গরুর লাঙলের পরিবর্তে আধুনিক ট্রাক্টর ব্যবহার করলেও ছালাতের পর দুই হাত তুলে মোনাজাতের সুন্নাতকে (?) পরিত্যাগ করতে পারেন না। এক সময় মানুষ কলেরা হলে পানি খেতে নিষেধ করত। তাদের ধারণা ছিল, এতে শরীরে রোগের প্রকোপ বাড়বে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে বাপ-দাদার সেই ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে কলেরা রোগীকে অধিক পানি পানের পরামর্শ দেওয়া হয়। অথচ মৃত্যুর পর প্রচলিত মীলাদ মাহফিল, কুলখানী, চেহলাম ও চল্লিশার মত স্পষ্ট বিদ'আতকে পরিহার করতে পারি না। যা মৃতের কবরে ছওয়াব পৌঁছানোর পরিবর্তে কেবল গোনাহই বৃদ্ধি করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের পূর্বপুরুষ যদি কোন ভুল করে থাকেন, তা বুঝতে পারার পর পরিহার করার দায়িত্ব আমাদের। তাদের ভুলকে শুদ্ধ প্রমাণের পরিবর্তে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যরূরী।

---

১. ইবনু হিশাম ১/৪১৮।
২. আর-রাউযুল উনুফ ২/২২৩।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে আদম (আঃ) অবতরণের পরই আমরা আল্লাহ্র নিকট আহাদে আলাস্ত বা তার দাসত্ব করার অঙ্গীকার করেছি। এক্ষণে পূর্বপুরুষদের উপরে দায় চাপিয়ে মুক্তি লাভের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوْا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– ‘(আমি পৃথিবীতে আবাদ করার আগেভাগে তোমাদের অঙ্গীকার এজন্যেই নিয়েছি) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, (তাওহীদ ও ইবাদতের) এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না’। ‘অথবা একথা বলতে না পার যে, শিরকের প্রথা তো আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা চালু করেছিল। আমরা হ’লাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তাহ’লে সেই বাতিলপন্থীরা যে কাজ করেছে, তার জন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন’? আল্লাহ বলেন, ‘বস্তুতঃ এভাবে আমরা (আদিকালে ঘটিত) বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করলাম, যাতে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আমার পথে) ফিরে আসে’ *(আ‘রাফ ৭/১৭২-১৭৪)*।

২. আলেমদের অন্ধ অনুকরণ : যুগে যুগে পথহারা মানব সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সেই ধারা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর নবীদের উত্তরাধিকারী হিসাবে আলেমগণ এই গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তাদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা কখনোই নবীদের সমপর্যায় নয়। তারা নবীদের ন্যায় নিষ্পাপ ও বিনা বাক্যে অনুসরণীয় নন। বরং তাদের সকল কথা অহি-র বিধানের মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। অন্যথায় বনু ইস্রাঈলের ন্যায় বিপথগামী হ’তে হবে।

আদী বিন হাতেম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণ (বা রৌপ্যের) ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। এ সময় তিনি সূরা তওবাহ্র ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ ‘ইহূদী-নাছারাগণ আল্লাহ্কে ছেড়ে তাদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে’ *(তওবা ৯/৩১)*। তখন আমি বললাম, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘আমরা ওদের ইবাদত করি না’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحِلُّوْنَ مَا حرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ ‘তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ হালাল করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হারাম করে? তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হালাল করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হালাল করে? ‘আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ‘এটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’।[৩]

উক্ত হাদীছের ও কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا– ‘ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দেননি। বরং তারা তাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে নির্দেশ দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ হিসাবে অভিহিত করেছেন’।[৪] ইহূদী-নাছারা ধর্মনেতাদের এই অপকর্ম বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আলেমদের অন্ধ অনুকরণ থেকে সতর্ক করেছেন।

দুনিয়ালোভী ইহূদী পণ্ডিতদের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ– ‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী) আলেম ও (নাছারা) দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে। বস্তুত যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগের সুসংবাদ দাও’ *(তওবা ৯/৩৪)*।

ইহূদী-নাছারাদের থেকে নযর ফিরিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর দিকে তাকালেও আমরা অনুরূপ চিত্র দেখতে পাব। বর্তমান যুগেও একদল দুনিয়ালোভী আলেম ইহূদী পণ্ডিতদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তারা মীলাদ মাহফিল, কুরআন ও কালেমাখানী, শবেবরাত, চল্লিশা, হাদিয়া ইত্যাদির নামে শুধু মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করেন। কখনো নিজ পকেট থেকে একটি টাকা বের করে কাউকে দেন না। নিজেদের এই রোজগারের পথ চালু রাখতে তারা কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা এমনকি বিকৃত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাবধান করে বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ‘ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে’।[৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا

৩. তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩; সনদ হাসান।
৪. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত : ১৯৮৬ খৃ. ১০/৮০-৮১; হা/১৬৬৪১।
৫. বুখারী হা/৫২৩১; মুসলিম হা/২৬৭১।

جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا– ‘আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে টেনে বের করবেন না। বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার (মৃত্যুর) মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবেনা তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে, তারা বিনা ইলমেই ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং মানুষদেরকেও গোমরাহ করবে’।[৬]

ইলম দিন দিন উঠে যাচ্ছে একথা কেউই অস্বীকার করবেন না। আমাদের সৌভাগ্য যে পূর্বসূরীরা সকল বিষয়ে কম-বেশী কিতাব লিখে গেছেন। যার অধিকাংশ কিতাবেই বন্দী থেকে গেছে। যৎসামান্যই আমরা মস্তিষ্কে ধারণ করতে পেরেছি। বড় শংকার বিষয় হ’ল, এই সামান্য অর্জনটুকুও আল্লাহভীরুতার অভাবে কোন উপকারে আসছে না। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لو كان للعلم شرف من دون التقى

لكان أشرف خلق الله إبليسُ

‘যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,

তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত’।[৭]

এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, আলেমগণ যদি এরূপ সত্য লুকিয়ে রাখেন তাহ’লে সাধারণ মানুষের করণীয় কী? তাদের তো প্রয়োজনীয় মাস‘আলা জানার জন্য তাদের দ্বারস্থ হ’তে হয়। উত্তর হ’ল আল্লাহভীরু ও নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছে যান এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলভিত্তিক ফৎওয়া গ্রহণ করুন।

৩. মানবীয় বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান : আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে কেবল মানুষকেই জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। একারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার অসীম জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য। খিযিরের সাথে মূসা (আঃ)-এর নৌকায় ভ্রমণের এক পর্যায়ে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلاَئِقِ فِي عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ– ‘আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানের মুকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য’।[৮]

কিন্তু মানুষ কখনো কখনো আল্লাহ প্রদত্ত সামান্য জ্ঞানকে নিজের বিরাট অর্জন মনে করে অহংকারী হয়ে ওঠে। তখন অহি-র বিধানের উপর নিজের যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়। তার মানবীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যখন কোন কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় তা অবিশ্বাস করে বসে। যেমন মক্কার কাফের-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সশরীরে মি‘রাজ গমনকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ তখন মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত ঘোড়া বা উটে যাতায়াতের জন্য দু’মাস সময় লাগত। যা এক রাতেই ভ্রমণ করে মি‘রাজ থেকে ফিরে এসে সকাল বেলা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন সবাই একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। অবশেষে যারা ইতিপূর্বে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণ করেছেন, এমন কিছু অভিজ্ঞ লোক তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পেয়ে তারা চুপ হ’ল বটে। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসী অন্তর প্রশান্ত হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) একথা শোনামাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং বলেন, نَعَمْ، إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيْمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ. فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ– ‘আমি তাকে এর চাইতে অনেক বড় বিষয়ে সত্য বলে জানি। আমি সকালে ও সন্ধ্যায় তার নিকটে আগত আসমানী খবরসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি’। এ দিন থেকেই তিনি ‘ছিদ্দীক’ (صِدِّيق) বা সর্বাধিক সত্যবাদী নামে অভিহিত হ’তে থাকেন’।[৯] যুগে যুগে প্রকৃত ঈমানদারগণ আবুবকর (রাঃ)-এর ন্যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে কাফের ও মুনাফিকগণ যুক্তির আড়ালে অহি-র বিধানের অভ্রান্ত সত্যকে চাপা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছে।

৬. বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩।
৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী-১, পৃষ্ঠা ১৩।
৮. বুখারী হা/৪৭২৭।
৯. হাকেম হা/৪৪০৭, ৩/৬২; ছহীহাহ হা/৩০৬।

যারা অহি-র বিধানকে নিজ বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করতে চান তাদের জন্য আলী (রাঃ)-এর একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। তিনি বলেন, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صـ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ– 'যদি দ্বীন মানুষের যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হ'ত তাহ'লে মোজার নিচে মাসাহ করা উপরে মাসাহ করার চেয়ে উত্তম হ'ত। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোজাদ্বয়ের উপরে মাসাহ করতে দেখেছি'।[১০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আগুনে রান্না করা বস্তু আহারের পর তোমরা ওযূ কর'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমরা কি গরম পানি পানের পরও ওযূ করব? তখন থেকে আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ– 'হে আমার ভাতিজা! যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ শুনবে তখন তার সামনে কোন উদাহরণ পেশ কর না'।[১১] আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর শেষোক্ত বক্তব্যটি আমাদের জন্য উত্তম পথনির্দেশক। হাদীছের সামনে যুক্তি পেশ না করে মেনে নেওয়াই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, আগুনে রান্না করা বস্তু খাওয়ার পর ওযূ করার বিধানটি পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা যা প্রমাণিত।

৪. অধিকাংশ মানুষের রায় গ্রহণ : সত্য বিমুখ মানুষের আরেকটি খোঁড়া অযুহাত হ'ল অধিকাংশ মানুষের সমর্থন। প্রচলিত কোন আমল যদি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে ভুল প্রমাণিত হয়, তখন তারা বলে এতো মানুষ কি ভুল করছে! উত্তর হ'ল হ্যাঁ, অধিকাংশ মানুষ ভুল করছে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ– 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে এবং তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের বিষয়ে সর্বাধিক অবগত' *(আন'আম ৬/১১৬-১১৭)*।

আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অধিকাংশের রায়ের কোন মূল্য নেই। শরী'আতে দু'টি বৈধ বিষয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে, সেবিষয়েই কেবল অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তির রায় গ্রাহ্য হবে। কারণ মানুষের সিদ্ধান্ত ধারণা নির্ভর, চাই সে একজনের হোক বা অনেকের বাক্যে। কেবল আল্লাহর বাণীই সত্য। আর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর বিধান মান্য করে না। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ– '(জাহান্নামীদের আল্লাহ বলবেন,) আমরা (নবীদের মাধ্যমে) তোমাদের নিকট সত্যধর্ম (ইসলাম) নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ ছিলে সত্য গ্রহণে অনিচ্ছুক' *(যুখরুফ ৪৩/৭৮)*।

এছাড়া আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বলেছেন, অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ– 'তাদের অধিকাংশই জানে না' *(আন'আম ৬/৩৭, আ'রাফ ৭/১৩১)*, - وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ'তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না' *(ইউনুস ১০/৬০, নামল ২৭/৭৩)*, এছাড়াও আল্লাহ বলেন, بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ– 'তাদের অধিকাংশই ঈমান আনয়ন করে না' *(বাক্বারাহ ২/১০০)*। এজন্য ক্বিয়ামতের দিন আদম (আঃ)-কে উচ্চ আওয়াজে বলা হবে, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ– 'হে আদম! তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে একদলকে জাহান্নামের দিকে বের করে দাও। তিনি বলবেন, হে প্রভু! জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত হবে? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন' *(বুখারী হা/৪৭৪১)*।

প্রিয় পাঠক! অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ কখনো সুপথ প্রদর্শন করে না। বরং আল্লাহর অবাধ্য ও সীমলংঘনকারীর সংখ্যা বেশী। 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' গণতন্ত্রের নামে এই কুফরী মতবাদে যারা বিশ্বাস করেন, তারা স্রেফ আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করেন ও শিরকে লিপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত সকল মতবাদ সীমাবদ্ধ, যা যাচাই-বাছাইয়ের দাবী রাখে। আল্লাহর বিধানই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য।

শেষকথা :

পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. আল্লাহর বিধানের অনুসারী ও ২. প্রবৃত্তির পূজারী। এর মধ্যবর্তী একটি দল আল্লাহর বিধানের কিছু অংশ মানে ও কিছু অংশ অমান্য করে। এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীও মূলত দ্বিতীয় দলেরই অন্তর্ভুক্ত। এরা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যত যুক্তিই উপস্থাপন করুক সবই ভিত্তিহীন অমূলক। প্রকৃতপক্ষে সত্য গ্রহণের অনিচ্ছাই এসবের উৎপত্তিস্থল। স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছাত্রের মিথ্যা অসুখের অভিনয় যেমন শিক্ষকের বুঝতে বাকী থাকে না, তেমনি এসব অযুহাতের পিছনে প্রকৃত কারণও আল্লাহর নিকট গোপন নয়। তাই আসুন! সকল মিথ্যা, ধোঁকা ও ফাঁকি পরিহার করে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরি। এতেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

১০. আবুদাঊদ হা/১৬২।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৪৮৫; সনদ হাসান।

‘জি স্যার’ সংস্কৃতির অবসান চাই

- আব্দুল্লাহ আল মুছাদ্দিক

একজন রাজনীতিবিদের গল্প আমরা অনেকেই জানি। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে কেন এত দলবদল করে। তার নির্লিপ্ত উত্তর, আমি তো একটাই দল করি, সরকারী দল। এখন সরকার পরিবর্তন হ’লে আমি কী করব? আমাদের প্রশাসন বা রাজনৈতিক অঙ্গন টইটুম্বুর হয়ে আছে এমন অসংখ্য দুধের মাছিতে। যারা বাতাসের দোলার সাথে তাল মিলিয়ে দিক পরিবর্তন করতে অত্যন্ত পটু। একটি দল ক্ষমতাসীন হলেই সিজনাল সমর্থকদের হিল্লোল বয়ে যায়, মহড়া চলে নির্লজ্জ চাটুকারিতার।

সম্প্রতি পতিত স্বৈরাচার সরকারের দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ফোনালাপ ফাঁস হয়। কথোপকথনে তার এক কর্মীকে মাত্র কয়েক মিনিটে ১৫৩ বার ‘জ্বী আপা’ ‘হ্যাঁ আপা’ বলতে শোনা যায়। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু তার ‘পলিসিমেকারস জার্নাল : ফ্রম নিউ দিল্লি টু ওয়াশিংটন ডিসি’ নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতে মিনিটে ১৬ বার স্যার শোনার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। অর্থাৎ একজন কর্মকর্তা তার উর্ধ্বতনের সাথে কথা বলতে গেলে প্রতি মিনিটের প্রায় ১৩ সেকেণ্ড সময় ব্যয় করে স্যার বলাতে। বারবার এমন স্যার, ম্যাডাম বা আপা সম্বোধন মূলত দীর্ঘদিনের তোষামোদী সংস্কৃতির ফল। ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলোতে স্বীয় কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব যাহির করতে ‘স্যার’ শব্দের প্রচলন ঘটায়। ইংরেজরা চলে গেছে। কিন্ত তাদের কুচকানো ভ্রু এখনো রয়ে গেছে। ‘সাহেব ও মোসাহেব’ কবিতায় কাজী নজরুল এদেশে তোষামোদের দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন এভাবে- সাহেব কহেন, ‘চমৎকার! সে চমৎকার!’ মোসাহেব বলে, ‘চমৎকার সে হতেই হবে যে! হুজুরের মতে অমত কার?’ সাহেব কহেন, ‘কী চমৎকার, বলতেই দাও, আহা হা!’ মোসাহেব বলে, ‘হুজুরের কথা শুনেই বুঝেছি, বাহাহা বাহাহা বাহাহা!’

এই তোষামোদী শ্রেণীর চাটুকারিতার কারণে উচ্চপদস্থ নেতা-নেতৃদেরও জ্বী স্যার শোনার ঔপনিবেশিক মানসিকতা শক্ত ভিত লাভ করে। আমাদের উপযেলার ইউএনও হিসেবে একবার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অগ্রজ শাপলা আপা (ছদ্মনাম)। একদিন শুনতে পেলাম, শাপলা আপা বিরাট হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছেন। স্থানীয় একজন মুরব্বী নাকি তাকে স্যার না বলে বইন বা আপা বলে সম্বোধন করেছেন। ফলে তিনি বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার সুখ্যাতি লাভ করেছেন। পবিত্র কুরআনে নিজেকে নিয়ে ফ্যাসিনেশনে ভুগতে নিষেধ করে বলা হয়েছে, فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ‘অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহকে ভয় করে’ *(নাজম ৫৩/৩২)*।

সরকারী আমলাদের স্যার সম্বোধন করতে হবে এমন আইন পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই। উন্নত বিশ্বের নাগরিকরা আমলাদের নাম ধরে সম্বোধন করে থাকেন। কিন্তু আমাদের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের এই দেশে আমলাদের স্যার ডেকে ফেনা তুলেও নাগাল পাওয়া যেখানে দুষ্কর, সেখানে তাদের নাম ধরে ডাকা অবশ্যই বিলাসিতা।

মন্ত্রী-আমলাদের সম্বোধন দেখলে মনে হয়, জ্বী হুজুর, আজ্ঞে মহারাজ, অবশ্যই স্যার বলাই যেন তাদের প্রধান দায়িত্ব। নেতার সকল কথায় হ্যাঁ-সূচক সম্মতি দেওয়ার জন্যই যেন তাকে মাস শেষে বেতন দেওয়া হয়। এই চাটুকারি স্বভাব ইসলামী ও নৈতিক চেতনার বিরোধী। যা নেতাকে আত্মম্ভরি ও অহংকারী করে তোলে। তিনি তখন ভালো-মন্দ বিবেচনার উর্ধ্বে নিজের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেন। আর তাদের হঠকারি সিদ্ধান্তের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

আমরা ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ্য করলে এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাই, যেখানে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর মতের বিরোধিতা করেন। অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছাহাবীদের সে মতের পক্ষেই আয়াত নাযিল হয়। বদরের যুদ্ধে বিরোধী পক্ষের ৭০ জন বন্দী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় পৌঁছার পর এদের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সকলকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, এদের সবাইকে হত্যা করা হউক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ এদের উপর তোমাদের বিজয়ী করেছেন। অথচ গতকাল এরা তোমাদের ভাই ছিল। ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে পুনরায় তাঁর আগের মত প্রকাশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মনে করি এদের মার্জনা করা হউক এবং বিনিময়ে মুক্তিপণ নেওয়া হৌক। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর কালো মুখ উজ্জ্বল হ’ল এবং তাদেরকে ফিদইয়ার বিনিময়ে মুক্তি দিলেন *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনু কাছীর)*।

এর পরদিন ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ- ‘কোন নবীর পক্ষে বন্দীদের আটকে রাখা শোভনীয় নয়, যতক্ষণ না জনপদে শত্রু নির্মূল হয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ

কামনা কর। আর আল্লাহ চান আখেরাত। আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। যদি (গণীমত ও মুক্তিপণ গ্রহণ তোমাদের জন্য হালাল হওয়ার ব্যাপারে) পূর্বেই লিখিত না থাকত, তাহলে (ফিদইয়া স্বরূপ) তোমরা যা নিয়েছ, সেজন্য তোমাদের উপর ভয়ংকর শাস্তি আপতিত হ'ত' *(আনফাল ৮/৬৭-৬৮)*। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা নেতার সকল কথায় জ্বী হুজুর বলার পরিবর্তে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের ইঙ্গিত বহন করে।

অর্থনীতির ভাষায় চাহিদা ও জোগানের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কোন পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী জোগান বেশী হলে তার মূল্য কমে যায়। বর্তমানে দেশের আমলা এবং মন্ত্রী-আমলাদের নিকট চাটুকারিতার প্রবল চাহিদা রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হ'ল, তাদের চাহিদার চেয়ে জোগান অনেক বেশী। তাই উনারা প্রায় ফ্রীতেই চাটুকারিতা পেয়ে যান। ফলে স্যার শব্দটি আগের মতো গুরুত্ব ও অর্থ বহন করে না।

নেতার কানের কাছে চায়ে চিনি কম হবে নাকি বেশী হবে, সেটা জিজ্ঞেস করার সময় কৌশলে ছবি তুলে ফেইসবুকে পোস্ট দিতে হবে 'নেতার সাথে একান্ত আলাপচারিতা! আর নেতারাও ভক্তের এমন গদগদ ভক্তিতে আহ্লাদিত হয়ে যান। অথচ পবিত্র কুরআনে মুনাফিক নেতাদের সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– 'যেসব লোকেরা তাদের কৃতকর্মে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীনতার লাল সূর্যটি অস্ত মিত হওয়ার পর থেকে প্রায় তিনশ বছর যাবৎ আমরা এই গোলামী ও তোষামোদীর মানসিক চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুবাদে সিনিয়রদের প্রাপ্ত সম্মান প্রদান করতে বা 'স্যার' বলে ডাকা দোষের কিছু না। কিন্তু এই জ্বী স্যারের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। অতিরিক্ত স্যার ডাকা বা শোনার আকুলতা এক ধরনের অসুস্থতা। বলা হয় 'চাটুকারিতা চুইংগামের মত'। এটাকে উপভোগ করা যায়, তবে গিলতে নেই। চাটুকারিতা সুগন্ধির মতো- এটার সুঘ্রাণ নেয়া চলে, কিন্তু গলধঃকরণ করতে নেই। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ– 'জাগতিক জীবনে একদল মানুষের কথা আপনাকে মুগ্ধ করবে এবং অন্তরের কথার ব্যাপারে তারা আল্লাহকে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি' *(বাক্বারাহ ২/২০৪)*।

তাছাড়া এজাতীয় তোষামোদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নীতি হ'ল, إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ 'মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হ'তে দূরে থাক, কারণ তা যবেহ'।[১]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অপর হাদীছে এসেছে, سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُثْنِيْ عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِيْ مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বলেন, 'তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে বা তোমরা তার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে'।[২] এ কারণে ছাহাবীরাও রাসূল (ছাঃ)-এর আশেপাশে চাটুকারদের ভিড়তে দিতেন না।

আবু মা'মার (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, কোনো একদিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোনো এক প্রশাসকের সামনেই তার প্রশংসা করতে শুরু করে। এতে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) তার মুখমণ্ডলে ধুলাবালি নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং বলেন, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ– 'রাসূল (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাটুকারের মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করি' *(তিরমিযী হা/২৩৯৩)*। আর রাসূল (ছাঃ)-এর এ কথাও স্মরণীয় যে, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 'কর্মে যে পিছিয়ে পড়ে, বংশ মর্যাদা তাকে টেনে তুলতে পারেনা' *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*।

আধিপত্য বিস্তারে 'আমি সঠিক' ও 'আমিই সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট' এই কূপমণ্ডুকতা, মানুষের একধরনের মোহ। তোষামোদকারীরা প্রভুর এই প্রয়োজনটি মেটায়। সকল প্রাণীর মাঝে কুকুর যে মানুষের গৃহাভ্যন্তরে এতখানি ঠাঁই পেয়েছে, তার বড় কারণ কুকুরের অতুলনীয় প্রভুভক্তি। সুতরা আসুন সততা, ন্যায়পরায়নতা এবং আমানতদারিতার মাধ্যমে মানব মাঝারে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা যশ- খ্যাতির জন্য অসাধু পন্থা কোনোভাবেই কাম্য না।

[বিএসএস (সম্মান) এমএসএস, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

১. ইবনে মাজাহ ৩৭৪৩; 'প্রশংসা বা চাটুকারিতা' অনুচ্ছেদ।
২. বুখারী হা/২৬৬৩; মুসলিম হা/৩০০১; আহমাদ ১৯৭০৭।

বক্সার মাইকেল টাইসন

[বক্সিংয়ে কালজয়ী এক কিংবদন্তির নাম মাইকেল জেরাল্ড টাইসন (৫৮)। 'দ্য ব্যাডেস্ট ম্যান অন দ্য প্লানেট' নামে খ্যাতি পাওয়া টাইসন ভীষণ রকম লড়াকু। মাত্র ২০ বছর ৪ মাস ২২ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে জিতেছেন হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব। ২০০৫ সালে অবসর নেওয়ার আগে তিনি ৫০টি বাউট জয়ের বিপরীতে ৬টি হেরেছিলেন। এর মধ্যে ৪৪টিই ছিল নকআউটে জয়। বক্সিং জগতের 'আয়রন মাইক' মুহাম্মদ আলীর বক্সিং উন্মাদনাকে গ্রহণ করেছিলেন। 'দ্য ইস্টান অ্যাসাসিন' খ্যাত আমেরিকান বক্সার ল্যারি হোমসের কাছে মোহাম্মদ আলীর পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি নিয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ল্যারি হোমসকে পরাজিত করেন। আর এভাবেই টাইসন-আলীর সম্পর্ক গভীর হয় এবং বক্সিং জগত ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কে গড়ায়।]

মাইকেল জেরাল্ড টাইসনের জন্ম নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন। বক্সিং রিং দাপিয়ে বেড়ানো মাইক টাইসনের ছোটবেলা মোটেও সুখকর ছিল না। মাইকের জন্মের আগে তার বাবা পরিবার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। একসময় তার মা কাজ হারানোয় চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়েন তারা। ফলে অপরাধ জগতে ভিড়তে দেরি হয় না তার। চুরির দায়ে ধরা পড়ে পুলিশের কাছে মার খান। মা জানতে পেরে আরও মেরেছিলেন তাকে। অল্প বয়সে বিভিন্ন স্ট্রিট গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। মা যখন মারা যান, তখন তার বয়স ১৬ বছর।

১৯৭৮ সালে নিউইয়র্কের কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল তাকে। একবার দুর্দান্ত বক্সার মুহাম্মাদ আলী এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন, তার সাথে মাইকের কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আলি তার উপর এমন প্রভাব ফেলেছিলেন যে টাইসন কিশোরও বক্সার হ'তে চেয়েছিলেন। টাইসন ঠিক করে ফেলেন নিজের জীবন বদলে নেবেন মুহাম্মাদ আলীর মতো করে। এক সময় মুহাম্মাদ আলীও স্বীকার করেছিলেন যে, তাকে হারানোর সব ক্ষমতাই টাইসনের আছে।

অল্প বয়সে তিনি ১০০ কিলোগ্রাম বারবেল বার তুলতে সক্ষম হন। এই প্রতিষ্ঠানে মাইক শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক ববি স্টুয়ার্টের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হন, যিনি একজন প্রাক্তন বক্সার ছিলেন। তিনি শিক্ষক ববি স্টুয়ার্টকে কীভাবে বক্সিং করতে হবে তা শিখিয়ে দিতে বলেছিলেন। তবে শিক্ষক তার অনুরোধটি মানতে সম্মত হন একটি শর্তে, যদি সে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বন্ধ করে এবং ভালভাবে পড়াশোনা শুরু করে। এমন শর্তের পরে তার আচরণ এবং অধ্যয়নের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হয়েছিল।

টাইসন শীঘ্রই বক্সিংয়ের এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেল যে, শিক্ষক ববি স্টুয়ার্ট তাকে কস ডিআমাটো নামে কোচের কাছে পাঠিয়েছিল। একটি মজার তথ্য হ'ল টাইসনের মা মারা গেলে কাস ডিআমাটো তার উপর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাকে তার বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে যায়। মাইক টাইসনের ক্রীড়াজীবন ১৫ বছর বয়সে শুরু হয়েছিল। ১৯৮২ সালে বক্সার জুনিয়র অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়েছিল। কৌতূহলজনকভাবে টাইসন তার প্রথম প্রতিপক্ষকে ছুঁড়ে ফেলেন মাত্র ৮ সেকেণ্ডের মধ্যে। ১৯৮৫ সালের ৬ মার্চ ১৯ বছর বয়সে পেশাদার বক্সিংয়ে তার প্রথম লড়াই হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের শেষে মাইক টাইসনের প্রশিক্ষক কাস ডিআমাটো নিউমোনিয়ায় মারা যায়। পরামর্শদাতার এই মৃত্যু তার জীবনে এক কঠিন আঘাত হেনে ছিল।

তিনি প্রায় সব প্রতিপক্ষকে ছুঁড়ে ফেলে আত্মবিশ্বাসের সাথে জয়লাভ করতে থাকেন। ১৯৯০ সালে ৩৭তম ম্যাচে বুস্টার ডগলাসের কাছে তিনি প্রথম হারের মুখ দেখেন। ১৯৯৭ শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে হলিফিল্ডের কানে কামড় দেয়ায় মাইক টাইসনের লাইসেন্স বাতিল হয়। তিনি ৩০ লাখ ডলার জরিমানা দেন। অতঃপর দু'বছর পর লাইসেন্স ফিরে পান। ২০০৫ সালে জীবনের শেষ দু'টি ম্যাচে হেরে তিনি বিদায় নেন।

ইসলাম গ্রহণ : সুখ্যাতির সূর্য যখন টগবগে, তখনই জড়িয়ে যান এক কেলেঙ্কারিতে। ১৯৯২ সালে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তার নামে। এরপর ইন্ডিয়ানা কারাগারে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। আর সেখানেই মুসলিমদের সাথে মেশার সুযোগ হয় তার। এই সময়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়। সাজা ভোগ শেষে নিজেকে গুছিয়ে নিতে তৎপর হন। নৈতিকতা সাধনে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের জীবনে আসে পরিবর্তন। আর খুঁজে পান আলোর পথ। ইসলাম গ্রহণ করে নিজের নতুন নাম রাখেন মালিক আব্দুল আযীয।

এই প্রসঙ্গে টাইসন বলেছেন, 'কারাগার আমার বিভ্রান্তি দূর করেছে। আমাকে ইসলামের মানবিক শিক্ষা সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছে। এরপর আমি নতুন জীবনের সন্ধান লাভ করি। যার স্বাদ ও আনন্দ একদম ভিন্ন রকমের। ইসলাম আমাকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিয়ে সহযোগিতা করেছে। জীবনে কঠিন মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে'। এছাড়াও তার একটি বিখ্যাত উক্তি হ'ল, মুসলমান হ'তে পেরে আমি অনেক খুশী। আমাকে আল্লাহ্‌র প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার আল্লাহকে অনেক প্রয়োজন। আমি মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ রাখাতে বিশ্বাসী'।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সৌদি আরবের মক্কায় গিয়ে ওমরাহ পালন করেছেন। হজ্জব্রত পালনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তারা বাবা ও আমেরিকান বিখ্যাত সঙ্গীত প্রযোজক খালিদ মুহাম্মাদ। ইহরামের কাপড় পরা অবস্থায় তাদেরকে পবিত্র কাবা ঘরের সামনে ছালাত পড়তে দেখা যায়। যা ১০ই ডিসেম্বর ২০২২ শনিবার থেকে তাদের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়।

আব্দুল হামীদ ইবনু বাদীস (আলজেরিয়া)

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

শায়খ আব্দুল হামীদ ইবনু বাদীস (১৮৮৯-১৯৪০) আলজেরিয়ার ইসলামী জাগরণের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং আরব বিশ্বে ধর্মীয় সংস্কার ও পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। খ্যাতনামা এই সালাফী বিদ্বান আলজেরিয়ার অধিবাসীদের ইসলামী ও আরব পরিচয়ে জোরদার করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজ করেন। এছাড়া তিনি আলজেরিয়ার মুসলিমদেরকে শিরকী ও বিদআ'তী সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে আক্বীদা ও আমল শুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

জন্ম ও পরিচয় : শায়খ আব্দুল হামীদ ইবনু মুছতফা ইবনু মাক্কী ইবনু বাদীস ১৮৮৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আলজেরিয়ার কনস্ট্যান্টাইন শহরের আন্দালুসীয় বংশোদ্ভূত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি মূলত ইফ্রিকিয়ার ১১ শতকের শাসক জিরিদ রাজবংশ থেকে উদ্ভূত। শায়খের দাদা মাক্কী ইবনু বাদীস (মৃত্যু ১৮৮৯) একজন কাযী ছিলেন। তার পিতা মুহাম্মাদ মুছতফা ছিলেন অতিরিক্ত বিচারপতি এবং ঔপনিবেশিক সংসদের আর্থিক প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য। তাঁর মাতাও একটি সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ ও রক্ষণশীল পরিবারের মহিলা ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : শায়খ ইবনু বাদীস কনস্ট্যান্টাইনের একটি মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৩ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেন। এরপর তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন শিক্ষার্জন করে ১৯০৮ সালে তিউনিস ভ্রমণ করেন এবং সেই সময়ের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যায়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ইসলামী শরী'আহ এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন এবং ১৯১২ সালে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

এসময় তিনি অনেক আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন, যারা তার ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জনের পথে গভীর প্রভাব ফেলেন। বিশেষ করে শায়খ মুহাম্মাদ নাখলীর সান্নিধ্য তাকে পীর পূজার মত ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাক্বলীদে শাখছী থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে সচেতন করতে অনুপ্রাণিত করে। শায়খ মুহাম্মাদ তাহের ইবনু আশুরের নিকট তিনি আরবী ভাষার সৌন্দর্য ও মহিমা উপলব্ধি করেন। শায়খ বাশীর সাফার তাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমসাময়িক সমস্যা যেমন পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতা এবং এর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলার প্রতি আগ্রহী করে তুলেন।

কর্মজীবন : শায়খ ইবনু বাদীস যায়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষ করে সেখানেই এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯১৩ সালে আলজেরিয়ায় ফিরে আসেন এবং কনস্ট্যান্টাইনে বসবাস শুরু করেন। ১৯১৪ সালের শুরুর দিকে তিনি কনস্ট্যান্টাইন শহরের 'আল-আখযার জামে মসজিদে' (গ্রীন মসজিদ) শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান শেখানোর জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলজেরিয়ার জনগণের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেন।

সংগঠন ও সংস্কার : ১৯৩৬ সালে, শায়েখ ইবনু বাদীস 'আলজেরিয়ান মুসলিম কংগ্রেস' (CMA) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে পরের বছর গ্রীষ্মে এই কংগ্রেস বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে বছরই তিনি 'আলজেরিয়ান মুসলিম উলামা সমিতি' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর লক্ষ্য ছিল অজ্ঞতা ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আলজেরিয়ার জনগণের মুসলিম ও আরব পরিচয়ে পুনরুজ্জীবিত করা। শায়খ ইবনু বাদীস ও তার সংগঠনের কর্মীরা ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ কারী বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার পাশাপাশি আলজেরিয়ান সংস্কৃতিকে ফরাসী অপসংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ছায়ায় বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়াস চালান। তিনি অন্যান্য আলেমদের সাথে নিয়ে আলজেরিয়ান দেশপ্রেমিকদের উপর ফরাসীদের দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁকে অন্যদের পক্ষ থেকে ওয়াহ্হাবী ও লা-মাযহাবী গালি দেয়া হলে তিনি তাঁর পত্রিকায় স্পষ্টভাষায় জবাব দেন– نحن لسنا أصحابَ مذهبٍ جديدٍ وعقيدةٍ جديدة، ولم يأتِ محمّد بنُ عبد الوهّاب بالجديد، فعقيدتُنا هي عقيدةُ السَّلَف الصّالح، الّتي جاءت في كتاب الله وسُنّة رسوله، وما كان عليه السّلف الصّالح ... আমরা নতুন কোন মাযহাবের প্রবক্তা নই, নতুন কোন আক্বীদার প্রবক্তা নই, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল নতুন কিছু নিয়ে আসেননি। আমাদের আক্বীদা সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা, যা কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে এবং সালাফে ছালেহীন যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন *(মাজাল্লাহ আশ-শিহাব, ৫/৬ সংখ্যা, ৪০-৪২ পৃ.)* ।

পত্রিকা প্রকাশ ও সাংবাদিকতা : শায়খ ইবনু বাদীস ১৯২৫ সালে কনস্ট্যানটাইন শহর থেকে 'আল-মুনতাকিদ' নামে একটি সমালোচনামূলক ও সংস্কারধর্মী পত্রিকা প্রকাশ করেন। যার লক্ষ্য ছিল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা। এতে তিনি একজন সাংবাদিক হিসাবে নিয়মিত ফ্যাসিস্ট প্রোপাগাণ্ডা এবং দখলদার ফরাসীদের সমালোচনা করতেন। ফলে ফরাসী ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চাপে ১১টি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

কিছুদিন পর তিনি একই উদ্দেশ্য নিয়ে 'আশ-শিহাব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যা ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'আলজেরিয়ান মুসলিম উলামা সমিতি' প্রতিষ্ঠার পর এটি সমিতির মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হ'ত। ১৯৩৯ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজও এটি আলজেরিয়ার ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়।

মৃত্যু : দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগে ১৯৪০ সালের ১৬ই এপ্রিল মাত্র ৫০ বছর বয়সে শায়েখ ইবনু বাদীস মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় এক হাযার নারীসহ মোট আট হাযারের অধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর দিনটি আলজেরিয়ায় 'ইয়াউমুল-ইলম' তথা শিক্ষা দিবস হিসাবে পালিত হয়। ২০১৯ সালে আলজেরিয়ান বিখ্যাত লেখক আহমাদ মেনুর শায়েখ ইবনু বাদীসের জীবনকে উপজীব্য করে 'For Both Their Sakes, I Lived' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন।

কৃতজ্ঞ অন্তর

নতুন বছরের প্রথম দিনে একজন বিখ্যাত লেখক তার ডেস্কে বসে কলম হাতে লিখছিলেন। তিনি লিখলেন, ‘গত বছর আমার পিত্তথলির অপারেশন হয়েছিল। যার জন্য কয়েক মাস বিছানায় কাটাতে হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি ষাট বছরে পদার্পণ করেছি। ফলে যে প্রকাশনা সংস্থায় আমি ত্রিশ বছর ধরে কাজ করেছি, সেই গুরুত্বপূর্ণ চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছি। গতবছর আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। আর আমার ছেলে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় ফেল করেছে। কারণ সে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কয়েক মাস পড়াশোনা থেকে দূরে ছিল’। তিনি পাতার শেষে লিখলেন, আহ! কি দুর্ভাগ্যজনক একটা বছর কাটল!’

তার স্ত্রী রুমে ঢুকে তার পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে লেখাটি পড়লেন। অতঃপর কিছু না বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে, তিনি আরেকটি কাগজ হাতে নিয়ে ফিরে আসলেন। হাতের কাগজটি তার স্বামীর সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। লেখক কাগজটি তুলে পড়লেন। সেখানে লেখা ছিল, ‘গত বছর আপনি দীর্ঘদিনের পিত্তথলির ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ষাট বছরে পদার্পণ করেছেন। চাকরির ব্যস্ততা থেকে অবসর লাভ করেছেন। ফলে এখন আপনার লেখালেখির জন্য পুরোপুরি সময় পাবেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশের জন্য আপনার সঙ্গে চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে। আপনার বাবা শান্তি পূর্ণভাবে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি পীড়িত অবস্থায় থেকেও কষ্ট পাননি। অন্য কারো মুখাপেক্ষীও হননি।

আর আমাদের ছেলে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েও মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছে এবং কোনো স্থায়ী আঘাত ছাড়াই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। স্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করেছেন এভাবে, আমরা কত সুন্দর একটি বছর অতিক্রম করলাম! যেখানে আমাদের শুভ ঘটনাসমূহ খারাপ ঘটনাগুলিকে অতিক্রম করেছে। সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

শিক্ষা : আমরা প্রায়ই সেসব জিনিসের দিকে তাকাই, যা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। তাই আমরা আল্লাহ্র দেওয়া নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি না। কেবল হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর জন্য আফসোস করি। কিন্তু যদি আমরা কী কী প্রাপ্ত হয়েছি সেদিকে লক্ষ্য করতাম, তাহ'লে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুধাবন করতে পারতাম। বুঝতে পারতাম, তিনি আমাদের আকাংখার চেয়ে অধিক প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, ‘আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না’ *(নামল ২৭/৭৩)*। তাই হারানো জিনিসের জন্য দুঃখ না করে প্রাপ্ত জিনিসের জন্য শুকরিয়া আদায় করুন।

অবিশ্বাস্য আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের হত্যা অপরাধ বিশেষজ্ঞ সমিতি-এর সভাপতি তার এক ভাষণে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে অদ্ভুত আত্মহত্যার ঘটনা হিসাবে পরিচিত, যা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কারণ এতে কতগুলো আকস্মিক ঘটনা এমনভাবে মিলে গেছে, যা টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শিত নাটক, সিনেমার চেয়েও কল্পিত মনে হ'তে পারে। এরূপ রহস্যজনক হত্যার ঘটনা ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা অতি সামান্য।

১৯৯৪ সালে রোনাল্ড ওপাস নামে এক ব্যক্তি তার বাসার দশতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আত্মহত্যার কারণ হিসাবে তিনি একটি চিঠি রেখে যান, যেখানে জীবনের প্রতি তার হতাশার কথা লিখেছিলেন। ঐ ব্যক্তি জানতেন না যে, ভবনটি নির্মাণের সময় অষ্টম তলায় একটি নিরাপত্তা জাল স্থাপন করা হয়েছিল, যা তার আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ করতে পারে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এ জাল থাকা সত্ত্বেও লোকটি মারা যান। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি মাথায় গুলি লেগে মারা গেছেন, যা ভবনের নবম তলার একটি জানালা থেকে ছোঁড়া হয়েছিল।

পুলিশ নবম তলার ফ্ল্যাটটি তদন্ত করে জানতে পারে যে, সেখানে বসবাসকারী তারই বৃদ্ধ পিতা-মাতা ঐ সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিলেন। তখন বৃদ্ধ লোকটি তার স্ত্রীর দিকে বন্দুক তাক করে ভয় দেখিয়ে তাকে শান্ত থাকতে বলেন। তবু মহিলাটি চুপ না করায় ক্রোধে উন্মাদ হয়ে তিনি বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দেন। কিন্তু গুলিই তার স্ত্রীকে না লেগে জানালা দিয়ে বের হয়ে যায় এবং বিস্ময়করভাবে তা ছেলে রোনাল্ডের মাথায় লাগে। ফলে সে মৃত্যুবরণ করে।

আইন অনুযায়ী, যদি কেউ একজনকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত অন্যজনকে হত্যা করে, তাহ'লে এটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। তাই এ ঘটনায় বৃদ্ধই দোষী সাব্যস্ত হয়। কারণ গুলি না লাগলে অষ্টম তলায় থাকা নিরাপত্তা জালটি রোনাল্ডের প্রাণ বাঁচাতে পারত। কিন্তু বৃদ্ধ ও তার স্ত্রী জানান, তারা প্রায়ই ঝগড়া করেন এবং বৃদ্ধ সবসময় বন্দুক দিয়ে ভয় দেখান। কিন্তু বন্দুকে কখনো গুলি থাকে না।

পরে তদন্তে দেখা যায়, তাদের ছেলে বাবা-মাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েক সপ্তাহ আগে বন্দুকটিতে গুলি ভরেছিল, যাতে ঝগড়ার সময় একজন মারা যান ও অন্যজন হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পর সে নিজেই ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। আর বিস্ময়করভাবে সেই গুলি তার প্রাণ কেড়ে নেয়। এভাবেই ছেলেটি নিজেই নিজের চক্রান্তের শিকার হয়। এজন্যই বলা হয়, অন্যের জন্য গর্ত খুঁড়লে, সে গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়।

অপমান ছাড়াই সংশোধন

হঠাৎ একিদন রাস্তায় এক বৃদ্ধের সাথে এক যুবকের দেখা। যুবক একটু আগ বাড়িয়ে গিয়ে সম্বোধন করে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, স্যার! আমাকে চিনতে পারছেন? উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, না! আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি জানতে চাইলেন তুমি কে? যুবক বলল, আমি এক সময় আপনার ছাত্র ছিলাম। ও আচ্ছা! এই বলে সেই বৃদ্ধ লোকটি যুবকের কাছে কুশলাদি জানার পর জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুমি কি করছ? যুবক অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিল, আমি একজন শিক্ষক। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় আছি।

সাবেক ছাত্রের মুখ থেকে পেশায় শিক্ষকতার কথা শুনে বৃদ্ধ শিক্ষক অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'আহা কতই না ভাল, আমার মতো হয়েছ তাহ'লে। হ্যাঁ ঠিক! আসলে আমি আপনার মত একজন শিক্ষক হ'তে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। তখন সেই যুবক অতীতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনার মতো হ'তে অনুপ্রাণিত করেছেন স্যার। বৃদ্ধ শিক্ষক কিছুটা কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে যুবকের কাছে শিক্ষক হবার পিছনের কারণ জানতে চাইলেন। সেই যুবক তার শিক্ষক হয়ে ওঠার গল্প বলতে গিয়ে বৃদ্ধ শিক্ষককে স্কুলে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা স্মরণ করে দিল।

যুবক তখন বৃদ্ধ শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বলল, মনে আছে স্যার, একদিন আমার এক সহপাঠি বন্ধু একটি নতুন ঘড়ি নিয়ে ক্লাসে এসেছিল। তার ঘাড়িটা এতটাই সুন্দর ছিল যে, আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ঘড়িটা আমার চাই। অতঃপর আমি তার পকেট থেকে ঘড়িটা চুরি করি। কিছুক্ষণ পর আমার সেই বন্ধু তার পকেটে ঘড়ির অনুপস্থিতি টের পেয়ে যায়। এদিক-সেদিক খুঁজে না পেয়ে অবশেষে আপনার কাছে অভিযোগ করে।

তার এই অভিযোগ শুনে আপনি ক্লাসের সকল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আজ ক্লাস চলাকালীন এই ছাত্রের ঘড়িটি চুরি হয়েছে। যে চুরি করেছ, দয়া করে ঘাড়িটা ফিরিয়ে দাও। আপনার কঠোর বার্তা শুনেও আমি ঘাড়িটা ফেরত দিইনি। কারণ এটি আমার কাছে খুব লোভনীয় ছিল। তারপর দরজা বন্ধ করে আপনি সবাইকে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাসরুমের ফ্লোরের মধ্যে একটি গোলাকার বৃত্ত তৈরী করতে বললেন। অতঃপর সবাইকে চোখ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। এরপর ঘড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আপনি এক এক করে আমাদের সবার পকেট খুঁজতে লাগলেন। আমরা সবাই আপনার নির্দেশ মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

আপনি প্রায় অর্ধেকের বেশী জনের পকেট চেক করলেন। একটা সময় আপনি যখন আমার পকেটে হাত দিয়ে ঘড়িটা খুঁজে পেলেন, তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘাড়িটা আমার পকেট পাবার পরও আপনি কিছু বলেননি। শেষ ছাত্র পর্যন্ত সবার পকেট চেক করেছিলেন। সবশেষ আপনি সবাইকে বললেন, ঘড়িটা পাওয়া গেছে। এবার তোমরা সবাই চোখ খুলতে পারো। ঘড়িটা পাবার পর আমার সেই বন্ধুটি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিল ঘড়িটা কার পকেটে পাওয়া গিয়েছে? আপনি তাকে বলেছিলেন, ঘড়িটা কার পকেটে পাওয়া গেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং তোমার ঘড়িটা পাওয়া গেছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সেই দিনের ঘটনা নিয়ে পরবর্তীতে আপনি আমার সাথে কোনো কথা বলেননি। এমনকি সে কাজের জন্য আপনি আমাকে তিরস্কারও করেননি। নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি আমাকে স্কুলের কোনো কামরায় নিয়ে যান নি। সেই ঘটনা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক দিন। অথচ আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে, কৌশল অবলম্বন করে চুরি হওয়া ঘড়িটা উদ্ধার করলেন এবং আমার আত্মসম্মান রক্ষা করলেন। সে ঘটনার পর আমি অনেকদিন অনুশোচনায় ভুগেছি। ক্লাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার রেশ সেদিন চলে গেলেও এর প্রভাব রয়ে যায় আমার মনের মধ্যে। বিবেকের যুদ্ধে বার বার দংশিত হয়েছি।

তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই সব অনৈতিক কাজ আর কখনো করব না। একজন ভাল মানুষ হব। একজন আদর্শ শিক্ষক হব। সত্যিকার অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর হব। আপনার কাছ থেকে সে দিন আমি স্পষ্টভাবে বার্তা পেয়েছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের একজন শিক্ষাবিদ হওয়া উচিত। অপমান ছাড়াই মানুষকে সংশোধন করা যায়, সেটা আপনার কাছ থেকে শিখেছি। আপনার উদারতা এবং মহানুভবতা আজ আমাকে শিক্ষকের মর্যাদায় আসীন করেছে।

সাবেক ছাত্রের আবেগঘন কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে বৃদ্ধ শিক্ষক বললেন, হ্যাঁ সেই ঘটনা আমার খুব ভালো মনে আছে। চুরি হওয়া ঘড়িটা আমি সবার পকেটে খুঁজেছিলাম। কিন্তু আমি তোমাকে মনে রাখিনি। কারণ তোমাদের খোঁজার আগেই রুমাল দিয়ে আমার চোখও বেঁধে ফেলেছিলাম। ফলে আমি কার পকেট থেকে ঘড়িটি পেয়েছি তা আমি নির্ধারণ করিনি।

শিক্ষা : ছোট-বড় সকলেরই আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। তাই বেত্রাঘাত বা অপমানজনক শাস্তিই সংশোধনের হাতিয়ার নয়। বরং উত্তম কথা, উত্তম পরামর্শ বা উত্তম আচরণের মাধ্যমেই সকলের হৃদয়ে প্রভাব ফেলা যায়। আর এর দ্বারা স্থায়ী সংশোধনও করা যায়।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক ক্যালেণ্ডার ২০২৫ পরিচিতি

*[ইউরোপে ইসলামের আগমন ও বিকাশ ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়। আধুনিক স্পেন, পর্তুগাল, সাইপ্রাস, বলকান অঞ্চলসহ ইউরোপের একটা বড় অংশ মুসলমানরা শত শত বছর ধরে শাসন করেছিল এবং বিশ্ব সভ্যতার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছিল। কালের আবর্তে এসব দেশ একসময় খৃষ্টানদের করতলগত হয়েছে। হারিয়ে গেছে ইউরোপে ইসলামের বর্ণাঢ্য পদচারণা। মুসলমানদের সেই হারানো ইতিহাসকে তরুণ প্রজন্মের সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সাজানো হয়েছে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৫।]*

১. স্পেনে ইসলাম :

৭১১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে। প্রাচীন আইবেরিয়ান উপদ্বীপ রাষ্ট্র স্পেন তথা আন্দালুস বিজয়ের মাধ্যমে রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইউরোপ মহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রোথিত হয়। উমাইয়া খলীফার তরুণ বীর সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ (মৃ. ৭২০ খৃ.) নৌবহর নিয়ে মরক্কো থেকে আফ্রিকা ও ইউরোপকে পৃথককারী জিব্রাল্টার (জাবালুত তারিক) প্রণালী অতিক্রম করে স্পেন জয় করেন। ফলে মুসলমানদের জন্য ইউরোপের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ইসলামী সাম্রাজ্য স্পেন ছাড়িয়ে ফ্রান্সে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় উত্তরে পীরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। কৃষ্ণসাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস অঞ্চল, বাইজেন্টাইন কনস্টান্টিনোপল, বলকান অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় সিসিলী ও সাইপ্রাস দ্বীপ, রোডস দ্বীপ এবং আইবেরিয়া (স্পেন ও পর্তুগাল) সহ ইউরোপ মহাদেশের এ অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের শত শত বছর গৌরবময় শাসন ছিল।

স্পেনে মুসলমানগণ ৭১১ থেকে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৭০০ বছরের অধিককাল শাসন করেছেন। কিন্তু শাসকদের দুর্বলতা, পারস্পরিক কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, বিলাস-ব্যাসন এবং ক্ষমতা হারানো খৃষ্টান ক্রুসেডারদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের ফলে স্পেনে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। মুসলমানদের বিজিত ভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে বিতাড়িত করা হয়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর অসভ্যতা জর্জরিত সমাজকে মুসলমানরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস, চিকিৎসা ও নৈপুণ্যশৈলীতে নির্মিত স্থাপত্যে বাগদাদের পাশাপাশি স্পেনকে করে তুলেছিল দীপ্তিময়। মুসলমানদের সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত সোনালী ইতিহাসকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে খৃষ্টানরা। কর্ডোভায় প্রতিষ্ঠিত অনিন্দ্যসুন্দর কর্ডোভা জামে মসজিদকে গির্জায় পরিণত করে, মসজিদ সংলগ্ন কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করা হয়, গ্রানাডার সাবিকা পাহাড়ে অবস্থিত আল-হামরা প্রাসাদ ধ্বংস করে এবং গ্রন্থাগারগুলোতে সংরক্ষিত লক্ষ লক্ষ দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। বিভিন্ন প্রাসাদের আরবী লিপি, পাথরে খোদাইকৃত আরবী শিলালিপি এমনকি কারুশিল্পের সামান্যতম নিদর্শনাদিও ধ্বংস করতে ছাড়েনি তারা। মর্মন্তুদ নির্যাতন আর নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞের পরেও ইসলামী সভ্যতার বহু প্রাচীন নিদর্শন আজ অবধি স্পেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

২. পর্তুগালে ইসলাম :

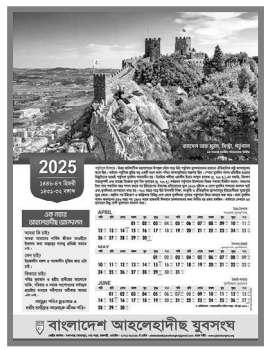

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ঘেঁষে গড়ে উঠা পর্তুগাল মুসলমানদের হারানো ঐতিহাসিক রাষ্ট্র আন্দালুসের অংশ ছিল। বর্তমান পর্তুগিজ ভূমির বড় একটি অংশ তখন পশ্চিম আন্দালুসিয়ার অন্তর্গত ছিল। স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পর্তুগাল মুসলিম শাসনাধীন হয়। উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক (মৃ. ৭১৫ খৃ.)-এর গভর্নর, বিচক্ষণ সমরকুশলী এবং মরক্কো বিজেতা মূসা বিন নুসায়ের (মৃ. ৭১৬ খৃ.) সর্বপ্রথম পর্তুগালে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। অতঃপর টানা সাত শতাধিক বছর শাসন করার পর ইউরোপের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে এ দেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং মুসলিমরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। ৭০০ বছরে গড়ে উঠা ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ ইউরোপীয়রা পুরোপুরি মুছে ফেলে। বহুদিন পর ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিমরা পুনরায় পর্তুগালে ফিরে আসতে শুরু করে। ফলে মুসলিম শাসন অবসানের ৫৫৬ বছর পর ১৯৮৫ সালে রাজধানী লিসবনে মুসলমানদের জন্য নির্মিত হয় প্রথম মসজিদ। বর্তমানে সেখানে ৬৫ হাযারের কিছু বেশী মুসলমান বসবাস করে।

৩. সাইপ্রাসে ইসলাম :

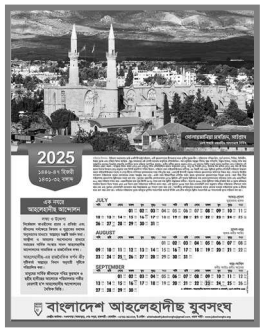

ইউরোপ মহাদেশের ছোট্ট একটি দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। এটি ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। সাইপ্রাসের পশ্চিমে গ্রীস, পূর্বে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন, উত্তরে তুরস্ক এবং দক্ষিণে মিসর অবস্থিত। ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশটি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। যার চতুর্দিকে সমুদ্রের নীলাভ স্বচ্ছ পানিরাশি, বিস্তৃত সৈকত, পাহাড়-পর্বত আর মনোহর চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত দেশটিকে অনন্য মহিমায় সুশোভিত করেছে। তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর যামানার সিরীয় গভর্নর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাসে নৌ অভিযান প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ)-এর নেতৃত্বে গঠিত নৌবাহিনীতে আবুদ্দারদা (রাঃ), আবু যর গিফারী, উবাদাহ বিন ছামিত এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবীগণ শামিল ছিলেন। সাইপ্রাস তখন বাইজেন্টাইনদের অধীনস্থ।

২৮ হিজরী তথা ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মুসলিম নৌবাহিনী সাইপ্রাসে আক্রমণ করলে বাইজেন্টাইনদের সাহায্য না পেয়ে দ্বীপের বাসিন্দারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তি করে। এভাবেই ইসলামী সাম্রাজ্য সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর উমাইয়া শাসকগণ সাইপ্রাসকে তাদের খেলাফতের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। একটা সময় ইউরোপীয়রা নৌশক্তি অর্জন করলে মুসলমানরা ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ হারায়। ফলে ধীরে ধীরে সাইপ্রাসসহ ভূমধ্যসাগর খৃষ্টানদের দখলে চলে যায়। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ওছমানীয় খেলাফতকালে এটি পুনরায় খৃষ্টানদের কাছ থেকে মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং ওছমানীয়রা ৩০০ বছর সাইপ্রাস শাসন করেন। ওছমানীয়দের হাত ঘুরে দ্বীপটি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চলে যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে।

অতঃপর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় গ্রীস ও তুরস্ক ভবিষ্যতে সামরিক উদ্যোগ নিতে পারবে এমন এক বিধান রেখে সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা প্রদান করে। এই সুযোগে ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে গ্রিক সেনাবাহিনী সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সাইপ্রাসের দক্ষিণাংশ দখল করে নেয় এবং তুরস্কও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে উত্তরাঞ্চলের ৩৫ শতাংশ দখল করে নেয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বাফার জোনের মাধ্যমে সাইপ্রাসকে তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। বর্তমানে সাইপ্রাসের তুরস্ক অধিকৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে টার্কিশ এবং গ্রীক অধিকৃত খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬৫ শতাংশকেই মূলত সাইপ্রাস বলা হয়।

৪. বুলগেরিয়ায় ইসলাম :

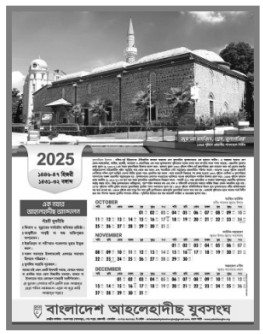

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ঐতিহাসিক বলকান অঞ্চলের দেশ বুলগেরিয়া মুসলমানদের এক হারানো অতীত। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশ যেমন- আলবেনিয়া, সার্বিয়া, হাঙ্গেরী, কসোভো ও রোমানিয়ায় এক সময় মুসলমানগণ খৃষ্টানদের নাকের ডগায় বসে দাপটের সাথে শাসন করেছে। ওছমানীয় সুলতান প্রথম মুরাদ (মৃ. ১৩৮৯ খৃ.)-এর সময়ে বুলগেরিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করে। সুলতান মুরাদ ১৩৬২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়ার থ্রেস আক্রমণ করে পূর্ব থ্রেসের অন্তর্গত আদ্রিয়ানোপল বাইজেন্টাইন খৃষ্টান সম্রাটের কাছ থেকে জয় করেন এবং পরবর্তীতে সেটা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। অতঃপর ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানী সোফিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর প্লোভদিভ জয় করেন। ফলে রাজধানী বিজয়ের পথ প্রশস্ত হওয়ায় ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে সোফিয়া ও বুলগেরিয়ার আশপাশের অঞ্চল ওছমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মুসলমানদের ক্রমাগত দাওয়াতের বদৌলতে অনেক বুলগেরিয়ান নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করে।

১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান প্রথম বায়যীদ (মৃ. ১৪০৩ খৃ.)-এর হাত ধরে সমগ্র বুলগেরিয়া ওছমানীয়দের নিয়ন্ত্রণে আসে। পরবর্তী ৫০০ বছর বুলগেরিয়া ও বলকান অঞ্চলসমূহে ওছমানীয় সুলতানরা কর্তৃত্ব বজায় রাখে। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মবিমুখতা, পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং দক্ষ ও শক্তিশালী প্রশাসকের অভাবে অর্জিত বিজয় কেতন অবনমিত হয়ে যায়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে বুলগেরিয়ায় মুসলিম শাসন অবসানের সূচনা হয়। ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে কমিউনিস্টদের উত্থান হলে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে তিন লাখ তুর্কী মুসলিমদের জোরপূর্বক বুলগেরিয়া ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এভাবেই খৃষ্টানদের হাতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায় পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনের ঐতিহ্য। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রয়ে যায় কয়েকটি মসজিদ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা মাত্র।

সংগঠন সংবাদ

যেলা কমিটি পুনর্গঠন (২০২২-২৬ সেশন)

১. বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব, ২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য বেলা ১১টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর দারুস সালাম সালাফিইয়া মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শহীদুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসেনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ সাইফুর রহমানকে পুনরায় সভাপতি ও আব্দুল কাদেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. গাযীপুর-দক্ষিণ, ১৯ শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব গাযীপুর মহানগরে অবস্থিত দৌলতপুর মৌলভীবাজার জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াদূদসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আলে ইমরানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাশরাফি আদনানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. ঢাকা-দক্ষিণ, ২০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সফরে নারায়ণগঞ্জের পনড গার্ডেন পার্কে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে ড. ইহসান ইলাহী যহীরকে সভাপতি ও আহসান আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২২শে সেপ্টেম্বর, রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ বুলবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ খোরশেদ আলমকে সভাপতি ও মোশাররফ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২২শে সেপ্টেম্বর, রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও মিনারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রংপুর-পশ্চিম, ২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০টায় যেলার সদর থানাধীন শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল করীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে পুনরায় মতীউর রহমানকে সভাপতি ও মফীযুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. মনিপুর, গাযীপুর, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উত্তর মনিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি ও নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ ও যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে পুনরায় শরীফুল ইসলামকে সভাপতি ও সাঈদুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. খালিশপুর, খুলনা, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বেলা ১০টায় মুজগুন্নি মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। এছাড়া যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আযীযুর রহমানসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আল-আমীনকে সভাপতি ও নাজমুন নাসাবকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. কালদিয়া, বাগেরহাট, ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কালদিয়াস্থ যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। এছাড়া যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের ঢালীসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাসিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. ছোট বেলাইল, বগুড়া, ২৮শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়া শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। এছাড়া অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুখলেছুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ রামাযান আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ছাব্বির আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, ২৫শে অক্টোম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হাইমচর মিছবাহুল উলূম জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' চাঁদপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফ, সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত হোসেনসহ যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ বকুলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ৩রা অক্টোবর, বৃস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চনে 'যুবসংঘে'র যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ডা. আ.ন.ম সাইফুল ইসলাম নাঈম ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল। উক্ত অনুষ্ঠানে মাহফূযুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ, ৩রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলমসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও ডা. শাহীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. লালবাগ, দিনাজপুর-পশ্চিম, ৪ঠা অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন লালবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে মীযানুর রহমানকে সভাপতি ও রুস্তম আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. বারইপাড়া, সদর, নীলফামারী-পশ্চিম, ৪ঠা অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বারইপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে রাশীদুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুল মজীদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. কক্সবাজার, ৪ঠা অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের হাফেয আহমাদ চৌধুরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কক্সবাজার সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আল-আমীন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান ও সাবেক সভাপতি আবু দাউদ চৌধুরীসহ অন্যান্য সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরাফাত হোসেনকে সভাপতি ও আব্দুল আযীযকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. গান্ধাইল নয়াপাড়া, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ, ৫ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল

নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবিল ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. জাহিদুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মর্তুযা, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শফিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতিন ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুসলিমুদ্দীনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে পুনরায় আব্দুল ওয়ারিছকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রাসেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম, ৫ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাস্টার আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে হাফেয মুহাম্মাদ আজবাহারকে সভাপতি ও মামুন বিন হাশমতকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. কুমারখালী, কুষ্টিয়া-পূর্ব, ৫ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের চৌড়হাস রিযিয়া সাদ ইসলামিক সেন্টারে 'যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আলী মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আরাফাতকে সভাপতি ও আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব ৫ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন শিমুলবাড়ী মা'হাদ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' গাইবান্ধা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ইউনুছ আলীকে সভাপতি ও শিহাবুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম, ৫ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি.এণ্ড.টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান। এছাড়া অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আওনুল মা'বূদ ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হায়দার আলীসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পুনরায় আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সভাপতি ও মোস্তাফিযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. পূর্ব নবীনগর, লালমনিরহাট, ৬ই অক্টোবর, রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী পূর্ব নবীনগর মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' লালমনিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মুনছুর আলীকে সভাপতি ও আহসান হাবীবকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩. কাজলা, রাজশাহী, ৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মতিহার থানাধীন হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কাজলায় 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইস্রাফীলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ৯ই অক্টোবর, বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন কাকনহাট পৌরসভা অডিটোরিয়ামে 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ দুরুল হুদার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে আবুল কাশেমকে সভাপতি ও জুবাইর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. শাসনগাছা, কুমিল্লা, ১২ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০টায় যেলার শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সে 'যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রূহুল আমীনকে সভাপতি ও আল-আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. সাহারবাটি, মেহেরপুর, ১২ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে নাজমুল হোসেনকে সভাপতি ও মাহফুজুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-উত্তর, ১৩ই অক্টোবর, রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নিমকুশ্যা হাজীবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হামিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য সাইফুর রহমান। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র যেলা সভাপতি মাওলানা সোহরাব হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোবারক আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হামিদুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ফযলুল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী ১৩ই অক্টোবর, রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, 'আন্দোলনে'র শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল ও ঢাকা দক্ষিণ যেলার সভাপতি ড. ইহসান ইলাহী যহীর। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর হোসাইনকে সভাপতি ও শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. আরামনগর, সদর, জয়পুরহাট, ১৫ই অক্টোবর, মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যুব ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ডা. আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্টানে মোস্তাক আহমাদ সারওয়ারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. তিতুদহ, সদর, চুয়াডাঙ্গা, ১৭ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন। অনুষ্ঠানে পুনরায় হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও সাঈদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড়, ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুযাহার আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান। এছাড়া অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি যায়নুল ইসলামসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পুনরায় মোযাহার আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রায়হানুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ
At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হোদায়বিয়ার সন্ধিতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'-এর পরিবর্তে কি লেখা হয়েছিল?
উত্তর : 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'।

২. প্রশ্ন : সন্ধিতে 'রাসূলুল্লাহ' পরিবর্তে কী লেখা হয়েছিল?
উত্তর : 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ'।

৩. প্রশ্ন : হোদায়বিয়ায় প্রহরীদের নেতা ছিলেন কে?
উত্তর : মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ।

৪. প্রশ্ন : যুদ্ধ এড়াতে রাসূল (ছাঃ) কুরায়েশদের নিকটে কাকে প্রথম দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন?
উত্তর : খারাশ বিন উমাইয়া আল-খুযাঈকে।

৫. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) ২য় বার কাকে দূত করে প্রেরণ করেছিলেন? উত্তর : ওছমান (রাঃ)-কে।

৬. প্রশ্ন : মক্কার পথে ওছমান (রাঃ)-কে কে স্বাগত জানায়?
উত্তর : আবান বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ।

৭. প্রশ্ন : বায়'আতুর রিযওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ) অর্থ কি?
উত্তর : সন্তুষ্টির বায়'আত।

৮. প্রশ্ন : বায়'আতুর রিযওয়ানে কতজন ছাহাবী ছিলেন?
উত্তর : চৌদ্দশ জন।

৯. প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কে বায়'আতের জন্য এগিয়ে আসেন?
উত্তর : আবু সিনান আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল-আসাদী।

১০. প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি বায়'আত থেকে বিরত ছিল?
উত্তর : মুনাফিক জাদ বিন ক্বায়েস আনছারী।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ

১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য পণ্য
▣ সরিষা ফুলের মধু	▣ আখের গুড়
▣ লিচু ফুলের মধু	▣ মৌসুমের খেজুরের গুড়
▣ বরই ফুলের মধু	▣ মধুময় বাদাম
▣ কালোজিরা ফুলের মধু	▣ উন্নত মানের খেজুর
▣ মিক্স ফুলের মধু	▣ সরিষার তেল
▣ পাহাড়ী ফুলের মধু	▣ কালোজিরা তেল
▣ সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল	▣ জয়তুন তেল
▣ চাকের মধু	▣ যবের ছাতু
	▣ দানাদার ঘি
	▣ **বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়**

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়

যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন

ঠিকানা : ছোটকগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

কুইজ

১. প্রশ্ন : অলসতার আরবী শব্দ কি?

উত্তর :.....।

২. প্রশ্ন : কে নিজের গুলিতে নিজে মারা যায়?

উত্তর :.....।

৩. প্রশ্ন : শায়েখ আব্দুল হামীদ ইবনু বাদীসের জন্ম কোথায়?

উত্তর :.....।

৪. প্রশ্ন : কোন ছাহাবী কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতেন?

উত্তর :.....।

৫. প্রশ্ন : মাইকেল টাইসনের ইসলামী নাম কি?

উত্তর :.....।

৬. প্রশ্ন : বনু আদম জাহান্নামে প্রতি হাযারে কত জন হবে?

উত্তর :.....।

৭. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানের নাম কি?

উত্তর :.....।

৮. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে কি রয়েছে?

উত্তর :.....।

প্রতিযোগীর নাম : .....

পিতার নাম : .....শ্রেণী : .....

শাখা : .....মোবাইল : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....

.....

.....।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. শফীউল আলম ২. ১৩২৯ হিজরী ৩. চীনে ৪. ২০১৮ সালে ৫. মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ ৬. ১৯৮৫ সালে ৭. যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ)।

গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : **শাকিল মোল্লা** (টঙ্গী, গাযীপুর)।

২য় : **মুহাম্মাদ ইলিয়াস** (বাঁশখালী, চট্টগ্রাম)।

৩য় : **ফাতেমা তাবাস্সুম** (৯ম শ্রেণী, মারকায)।

নির্দেশনা : কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

বর্ণের খেলা

➲ নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দু'টি অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে আরবী একটি পবিত্র মাসের নাম হবে।

? .....
১.....
২.....
৩.....
৪.....

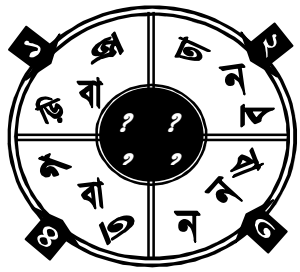

প্রতিযোগীর নাম : .....
পিতার নাম : .....**শ্রেণী :** .....
শাখা : ..... **মোবাইল :** .....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা : .....
.....।

⇧ গত সংখ্যায় 'সুডোকু'-এর সঠিক উত্তর

৩	২	১	৮	৫	৪	৭	৯	৬
৬	৭	৯	৩	২	১	৫	৪	৮
৪	৮	৫	৯	৭	৬	৩	১	২
৮	১	৬	৭	৩	৯	২	৫	৪
৯	৫	৭	৪	৮	২	১	৬	৩
২	৪	৩	৬	১	৫	৮	৭	৯
৭	৬	২	৫	৪	৩	৯	৮	১
৫	৩	৪	১	৯	৮	৬	২	৭
১	৯	৮	২	৬	৭	৪	৩	৫

☎ গত সংখ্যায় 'সুডোকু'-এর অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ নোমান (৭ম (ক) মারকায, বালক শাখা)। **২য় : মুহাম্মাদ সাজ্জাদ মিরাজ** (ছানাবিয়া **১ম** বর্ষ, মারকায, বালক শাখা) **৩য় : শেফা কানন**, (৮ম, মারকায, বালিকা শাখা)।

✉ **(১)** নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

💻 (২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

⊘ সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের নদী বন্দর কতটি?
উত্তর : ৫৩টি (গোয়াইনঘাট, সিলেট)।

২. প্রশ্ন : মুনসুন অভ্যুত্থান কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
উত্তর : বাংলাদেশ।

৩. প্রশ্ন : সাম্প্রতিক কতটি জাতীয় দিবস বাতিল হয়েছে?
উত্তর : ৮টি।

৪. প্রশ্ন : সুন্দরবনে বাঘ গণনার পদ্ধতি কি?
উত্তর : বাঘের পায়ের ছাপ ও ক্যামেরার ফাঁদের মাধ্যম।

৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (BPSC) বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
উত্তর : অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম।

৬. প্রশ্ন : দেশের ২৫তম মন্ত্রীপরিষদ সচিব কে?
উত্তর : ড. শেখ আব্দুর রশীদ।

৭. প্রশ্ন : জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১৭তম স্থায়ী প্রতিনিধি কে?
উত্তর : সালাহউদ্দীন নোমান চৌধুরী।

৮. প্রশ্ন : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী চা রপ্তানি করে কোন দেশে?
উত্তর : সংযুক্ত আরব আমিরাত (দ্বিতীয় পাকিস্তান)।

৯. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কোন টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে?
উত্তর : হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) টিকা।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান কে কে?
উত্তর : ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন।

২. প্রশ্ন : সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : হান ক্যাং।

৩. প্রশ্ন : শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : নিহন হিদানকিও।

৪. প্রশ্ন : ইন্দোনোশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : প্রাবোও সুবিয়ান্তো।

৫. প্রশ্ন : জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : ইশিবা শিগেরু।

৬. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক দরিদ্র মানুষের বাস?
উত্তর : ভারত।

৭. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের নাম কি?
উত্তর : লুক্সেমবার্গ।

৮. প্রশ্ন : বৈশ্বিক জনসংখ্যায় সর্বনিম্ন কোন দেশ?
উত্তর : ভ্যাটিকান সিটি (৪৯৬ জন)।

৯. প্রশ্ন : ২০২৪ সালে বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে শীর্ষ দেশের নাম কি? উত্তর : সুইজারল্যাণ্ড।

১০. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্ববৃহৎ বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
উত্তর : ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানী।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

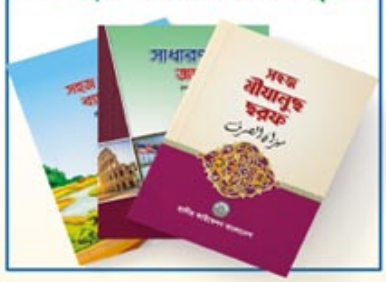

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

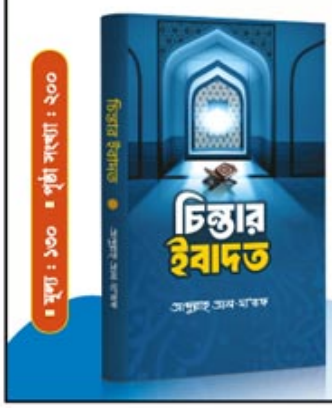

চিন্তা কি ইবাদত হ'তে পারে? চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যায়? হ্যাঁ! চিন্তার মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করা যায়। বান্দা তার চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে স্বীয় জীবনকে যেমন আখেরাতমুখী করতে পারে, অনুরূপভাবে চিন্তার স্খলনের মাধ্যমে তার জীবন পার্থিব লোভ-লালসা ও পাপের চোরাবালিতেও হারিয়ে যেতে পারে। সেজন্য আল্লাহমুখী ও প্রশান্তিময় পবিত্র জীবন গঠনের জন্য চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা যরূরী। **আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ** রচিত 'চিন্তার ইবাদত' বইটি আপনাকে চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার পদ্ধতি শিখাবে। পাশাপাশি চিন্তার নিষিদ্ধ সীমানার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিবে। ব্যতিক্রমধর্মী ও অনুপ্রেরণামূলক এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি আজই সংগ্রহ করুন!

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

৩৫তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫

আসুন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

১৩ ও ১৪ ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান, বায়া, রাজশাহী।

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

facebook.com/attahreektv

Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩; ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫

সকলের জন্য উন্মুক্ত

(২০২৪ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৯,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- (সনদসহ)

- সময়: তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ এর ১ম দিন সন্ধ্যা ৬-টা থেকে ৭-টা।
- স্থান: কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
- প্রশ্নপদ্ধতি: এম. সি. কিউ. (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা।
- অংশ গ্রহণের আবেদন লিংক: shorturl.at/3VF87
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান: তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ।

ফ্রী রেজিস্ট্রেশন

নির্বাচিত গ্রন্থ

- ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন — মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব — মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- স্মারকগ্রন্থ-২ — বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৪৬-১৩০৯৬৭

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সবার জন্য

মীযান ও মুনশাইব কোর্স

তিন মাস মেয়াদী (অনলাইন)

কোর্সটি যাদের জন্য

- জেনারেল শিক্ষিত কিন্তু শুরু থেকে আরবী শিখতে চান!
- মাদ্রাসায় পড়েন কিন্তু ভালোভাবে আরবী বুঝতে পারেন না এমন ভাই-বোনদের জন্য।
- ছাত্রদের আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদান দিতে চান এমন শিক্ষকবৃন্দ।

- ক্লাসের সময়: প্রতি রবি ও বুধবার রাত: ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
- ক্লাস শুরু: ২৫শে ডিসেম্বর'২৪।

জেনারেল ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্য

ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ

একবছর মেয়াদী (অনলাইন)

বিষয় ও শিক্ষকমণ্ডলী

- তাফসীর — ড. কাবীরুল ইসলাম
- হাদীছ — হা. আখতার মাদানী
- আক্বীদা — শরীফুল ইসলাম মাদানী
- সীরাত — মীযানুর রহমান মাদানী
- ফিক্বহ — শরীফুল ইসলাম মাদানী
- আরবী ভাষা — ড. নূরুল ইসলাম

- ক্লাস শুরু: ৬ জানুয়ারী ২০২৫ প্রতি শনি, সোম ও বুধবার।
- রাত ৮-১০টা পর্যন্ত (প্রতিদিন দুইটি ক্লাস)

আপনার স্কুলগামী সোনামণির কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার প্রয়াস

আফটার স্কুল মক্তব

৩ মাস মেয়াদী (অনলাইন)

- ক্লাস শুরু: ২৫শে জানুয়ারী ২০২৫। প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ৮টা-৯টা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | যোগাযোগ: ০১৬০৬-৩২৫২০২

www.academy.hfeb.net | hfonlineacademy | hfonlineacademy | hfonline.ac@gmail.com